



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 10 Issue • 10 January, 2022, Monday • ২৫ পৌষ, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ত্রিপুরার প্রশাসন কী সংবেদী হবে না!

মিহিাদানা

আগরতলায় ট্রাণজেন্ডার কিছু মানুষকে উত্যাক্ত করার দায় নিলো সাংবাদিক তরুণাধারী এক অশিক্ষিত গাড়ল। দেখা গেছে, তার অভিযোগে পুলিশও মাঠে নামে ওই গাড়লের কথা শুনে। এই চারজন ত্রিপুরাবাসীর অপরাধ ছিলো তারা আগরতলার এক অভিজাত হোটেলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলো। অনুষ্ঠান শেষে এরা হোটেল থেকে বের হতেই ওই গাড়ল তাদের পিছু নেয় এবং উত্যাক্ত করতে থাকে। ঘটনার যে ভিডিও দেখা যায় তাতে দেখা গেলে গাড়ল সাংবাদিক নাকি তাদের সন্দেহজনক চলাফেরা নিয়ে অনেকদিন ধরেই তাদের ওপর নজর রাখছিল।

তার ভাষা, কথাবার্তা, সামাজিক মাধ্যমে তার বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই চারজন ছেলে হয়ে মেয়ের কাপড়চোপড় পরে বেড়ায় এটিই তাদের অপরাধ। আবার পুলিশের যে সব কথাবার্তা পাওয়া যায় তাতে দেখা গেলে এই চারজন কাউকে কখনো প্রত্যাগা করেছ বা অসামাজিক কোনও কাজকর্ম করেছে, যা অপরাধযোগ্য, এমন প্রমাণ নেই। তাহলে কেন এই বীর নাগরিককে হেনস্তা করা হবে? কেন পুলিশ তাদের গাড়িতে তুলে এনে থানায় ঢেকায়? গাড়ল সাংবাদিকের কথা ছেড়ে দিলে এবার বুঝতে হয় পুলিশ কিভাবে এই নিরপরাধদের নিয়ে টানা হাঁচাড়া করতে পারে?

আবার সাংবাদিক বা মিডিয়াপার্সন যদি দেশের আইনকানুন সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে থাকে তাকে গাড়ল বলে ক্ষমা করা গেলেও দেশের আইন অনুযায়ী তো তাকে ক্ষমা করা যাবে না। ট্রাণজেন্ডারদের আইনগত মান্যতা সারা বিশ্বের সঙ্গে এই দেশেও প্রচলিত। এটা প্রমাণিত যে এটি কোনও মানসিক অসুস্থ নয়। একজন মানুষ যদি মেয়ে হয়ে পুরুষের পোশাক পরে বা পুরুষ হয়ে মেয়ের পোশাকও পরে তাতে ক্ষতি কোথায়! কি ক্ষতি হয় সমাজের? কিন্তু গাড়ল সাংবাদিক এই সব বুঝতে চায় না। কোনও ট্রাণজেন্ডার নাগরিকের হোটলে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে গিয়ে নাচ গান করতে চাইলে সে কিভাবে দেশের প্রচলিত আইন ভাঙছে? তাছাড়া এই মানুষগুলি সুশিক্ষিত, ভালো পেশায় নিযুক্ত। তাদের শিক্ষাদীক্ষা যে প্রকল্পটো গাড়ল সাংবাদিকের চেয়ে বেশি তা তো ভিডিওর কথাবার্তাতেই স্পষ্ট। ইতিহাসগতভাবে কিংবা প্রাচীন ভারতের যে পুরাণ, পরম্পরা রয়েছে তার সর্বত্র ট্রাণজেন্ডারদের পাওয়া যায়। তবে কোথাও তাদের সম্পর্কে সামাজিকভাবে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে দেখা যায়নি। দেশে প্রচলিত যে আইন রয়েছে ট্রাণজেন্ডারদের জন্য সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ হোক এটিই চায় সাধারণ মানুষ। সেই আইন কার্যকর হলে একদিকে গাড়ল সাংবাদিক যেমন গারদে ঢুকবে তেমনি সেইসব পুলিশগুলির শিক্ষা হবে যারা গাড়লদের কথায় চার নিরীহ নাগরিককে হেনস্তা করেছে, তাদের নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। রাজপথে মানুষকে বোম্বার্ড করে কাপড় খুলে যে পুলিশ, যে গাড়ল মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা চায় সাধারণ মানুষ। আমাদের প্রশাসন কি ততটা সংবেদনশীল হতে পারবে?

সাইবারক্রাইম ময়দানে হাজির অপরাধীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বড় সাখ করেই রাজা সাইবারক্রাইম বিভাগকে ঢেলে সাজিয়েছিলো স্বরাষ্ট্র দফতর। বাঘা বাঘা আইপিএস অধিকারিককে ক্রাইম ব্রাঞ্চে বসিয়ে দিয়ে মূলত সাইবার অপরাধীদের মেঘের আড়াল থেকেও ধরে আনার কৌশল নিয়েছিলো সরকার। কিন্তু সবই যে বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়, তা এই ক'বছরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে বার বার। গালভরা নামেই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তারই একটি বিভাগ হলো সাইবার ক্রাইম। দেশি কথায় বলতে গেলে- উইপোকা খেয়ে ঢোল করে ফেলা মুলি বাঁশ। আজ পর্যন্ত কোনও সাইবার অপরাধীরই ল্যাজার লোমের পর্যন্ত সন্ধান পায়নি এরা। এবার সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ চক্রের খপ্পড়ে পড়েছেন রাজা সরকারেরই দুই অধিকারিক। যদিও বুদ্ধিমত্তার জেরে এরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন। জানা গেছে, গোমতী জেলার ডিএফ ও কুন্তল দেববর্মী, অমল দেববর্মী সালেমা থানার ওসি, তপেন্দ্র রায় কুঞ্জবনের প্রাক্তন ওসি এদের কাছে সামাজিক মাধ্যম থেকে চ্যাটিং শুরু হয়। এই চ্যাটিংয়ে বলা হয় তাদের পরিচিত ব্যক্তিটিকে নাকি গুরুতর অসুস্থ, টাকার জরুরি প্রয়োজন। অনলাইনে যেন টাকা পাঠানো হয়। এটা জানার পর তপেন্দ্রবাবু ওই নম্বরে ভিডিও কল করেছিলেন পর পর দু'বার। কিন্তু ভিডিও কল রিসিভ না করে অপর প্রান্ত থেকে লিখে পাঠানো হয় হাসপাতালে থাকার দরুন ভিডিও কল ধরতে পারেননি। কিন্তু আগে যেন টাকাটা পাঠানো হয়। এভাবে গোটা রাজ্যেই সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার

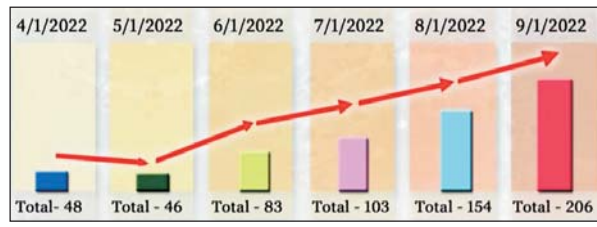
• এরপর দুইয়ের পাড়ায়

বাদ সরস, অনুমতি পেলো তীর্থমুখ, জারি নাইট কারফিউ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জারি থাকবে নাইট কারফিউ। বিয়ে বাড়িতে সর্বাধিক ১০০ জন প্রবেশাধিকার পাবেন। আবার সরকারি দফতর এবং বিভিন্ন অফিসে ১০০ শতাংশ হাজিরা। উল্টোদিকে, সরকারি বৈঠক বা ট্রেনিং আয়োজন করা যাবে না। প্রকাশ্যে কোনও জনসমাবেশ আয়োজন করা যাবে না। সরস মেলা বা এ যাবতীয় কোনও মেলা আয়োজন করা যাবে না। কিন্তু তীর্থমেলা অনুষ্ঠান হবে না। সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও খোলা

থাকবে এবং ভক্তরা সেখানে যেতে পারবেন। রবিবার এরকম নানা বৈপারীত্য সহ একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়। করোনা বিষয়ক নির্দেশিকাটি প্রকাশ্যে আসতেই সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে, নির্দেশিকার বৈপারীত্য নিয়ে। রবিবার বিকেলে সরকারের রাজস্ব দফতরের ত্রিপুরা দুর্গোগ মোকাবিলা অফিসটির তরফে চার পাতার এক নির্দেশিকা জারি হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক নির্দেশিকাটি স্বাক্ষর করে প্রত্যেক জেলাশাসককে তার প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্দেশিকাটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি দফতরের প্রধান সচিব এবং সচিবদের কাছ থেকেও। বাদ থাকেননি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক থেকে শুরু করে প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও। কিন্তু রবিবার জারি হওয়া নির্দেশিকাটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। নির্দেশিকার দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে, 'নো পাবলিক মিটিং ইন ওপেন স্পেস' আর এলাউড'। অর্থাৎ



- ♦ রাজ্যজুড়ে নাইট কারফিউ জারি। ১০ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত জারি থাকবে এই কারফিউ। প্রেক্ষাগৃহ বা বন্ধ ঘরে এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বৈঠক ইত্যাদি আয়োজন করা যাবে।
- ♦ পাবলিক মিটিং করা যাবে না।
- ♦ সিনেমা হল, বার, মাল্টিপ্লেক্স, রেস্তোরাঁ ধাবাতে ৫০ শতাংশ প্রবেশাধিকার এবং জিম ও সুইমিং পুলে এক তৃতীয়াংশ।
- ♦ মল, পার্কার, সেলুন সহ সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সকাল ছয়টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- ♦ কোনও মেলা বা এগজিবিশন করা যাবে না।
- ♦ সরকারি দফতরের বৈঠক যথাসম্ভব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।
- ♦ সরকারি কর্মক্ষেত্রগুলোতে নিয়মিত স্যানিটাইজেশন।
- ♦ বিয়ে বাড়িতে সর্বোচ্চ ১০০ জনের প্রবেশাধিকার, শেষকৃত্যে ২০ জন।
- ♦ সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে।

জনবহুল এলাকায় কোনও মিটিং আয়োজন করা যাবে না। একই নির্দেশিকার সপ্তম পর্যায়ে বলা হয়েছে, কোনও ধরণের মেলা বা

এগজিবিশন আয়োজন করা যাবে না। কারণ, এগুলো হচ্ছে 'সুপার স্প্রেডার'। রবিবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় • এরপর দুইয়ের পাড়ায়

বদলিহীন স্বপন দাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ষোয়াই, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশকের নির্দেশ মানছেন না ষোয়াই জেলায় কর্মরত ইনসপেক্টর স্বপন কুমার দাস। মহানির্দেশকের আদেশের দুই মাস পরও ষোয়াইতেই টিকে আছেন



ইনচার্জ ইনসপেক্টর স্বপন। শুধুমাত্র জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় বদলি নির্দেশিকা থাকার পরও এক জায়গায় টিকে আছেন তিনি। জানা গেছে, গত ১০ নভেম্বর রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক এক ইনসপেক্টর ছাড়াও ষোয়াই জেলার দুই কনস্টেবলকে অন্য জেলায় বদলি করে। স্বপনকে বদলি করেছিলেন ধলাই জেলায়। দুই কনস্টেবল সমীর গুরু দাস এবং সুশান্ত সরকারকে বদলি করেন পশ্চিম জেলায়। পুলিশ সদর দফতরের এফ৫ ফাইল থেকে এই তিনজনকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পর বাকি দুই কনস্টেবল দু'তিনদিনের • এরপর দুইয়ের পাড়ায়

১০ লক্ষের পার্কে শুধুই অবহেলার ছাপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে শহুরে কয়েক ডজন পার্ক নির্মিত হয়েছিলো। সে সবের অধিকাংশই এখন দুর্দশার চিত্র বহন করছে প্রতিদিন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তেই প্রধানত শিশুদের কথা মাথায় রেখে বাম আমলে বেশ কিছু পার্ক নির্মিত হয়েছিলো। রক্ষণাবেক্ষণের চূড়ান্ত অবহেলার কারণে, সেগুলো এখন জরাজীর্ণ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গত কয়েকমাস আগে রাজ্যের হাজারো পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, রাত দশটা পর্যন্ত শহরের প্রত্যেকটি পার্ক খোলা থাকবে। সেই আশ্বাসবাণী বাস্তবে কার্যকর না হলেও, শহরের প্রায়

প্রতিটি পার্ক এখন অযত্নে আর অবহেলায় ক্ষয়ে যাচ্ছে। শহরের অন্যতম প্রধান এলাকা তথা দশমীঘাট অঞ্চলে 'দশমীঘাট বাগ' বলে একটি প্রাণাণী এলাকা জুড়ে পার্ক নির্মিত হয়েছিলো। প্রয়াত সাংসদ খর্গেন দাসের সাংসদ তহবিলের আনুমানিক প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে এই পার্কটি নির্মিত হয়। গত কয়েক বছরে পার্কের চার পাশের বাড়িভারি (পড়ুন লোহার রড দিয়ে তৈরি দেওয়াল) খুলে নিয়েছে দোক্তিরা। দোলনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরঞ্জাম বিকল হয়ে পড়ে আছে। চুরি হয়ে গেছে পার্কের নানা অনা সরঞ্জাম। যে হাই ভোল্টেজ লাইটগুলো লাগানো হয়েছিলো পার্কের,

সেগুলো পর্যন্ত খতম। শুধু তাই নয়, পার্কটির মাঝখানে হনুমানরঙ্গী এক-দুটো মডেলকে বসানো হয়েছিলো, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙে চুরমার। এই পার্কটিতে এখন এলাকার অনেকেই কাপড়-জামা শুকায়। পার্কের দেওয়াল এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম উপর প্রতিদিন জ্বলে জ্বলে কাপড়-জামা শুকাতে দেওয়া হয়। পার্কের দুটো কোনো দুপুরের পর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নেশা কারবারীদের ভিড় থাকে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। শহরের অন্যতম প্রধান একটি এলাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মিত পার্কটি দেখতে দেখতে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়লো। অথচ এই এলাকায় • এরপর দুইয়ের পাড়ায়

STATE DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT
1. Wearing masks/ face cover is compulsory in public places, crowded areas, in markets, in all work places and offices and during travelling.
2. Wide and thorough publicity on wearing masks/ face cover and to maintain Covid Appropriate Behavior (CAB) through milking, print, electronic and social media.
3. Fine may be imposed on the defaulters for not using masks or maintaining CAB or spitting in public places from 31st December, 2021. For this, public awareness should be done beforehand.
4. Arrivals from the high risk countries and their mandatory home quarantine should be monitored strictly by the Police and Health Teams.
5. Testing should be increased.
6. Enforcement of strict sample testing in airport, all railway stations, all ICPs and Churaibari Entry Post.
7. Strict compliance of sample testing of the BSF, CRPF, Assam Rifles, RPF, CISF personnel who are coming from outside the state.

গত ৬ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক সরকারি নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে বলেছিলেন, মাস্ক বিষয়ক জরিমানা আদায়ের আগে প্রশাসনকে আগাম জনসচেতনতা বিষয়ক প্রচার চালাতে হবে।

এক নির্দেশিকা স্বাক্ষর করে বলেছিলেন, ৩১ তারিখ রাত থেকেই মাস্ক না পরা থাকলে প্রশাসনিকভাবে প্রত্যেক নাগরিকের কাছ থেকে দু'শ টাকা করে জরিমানা আদায় করা যাবে। ওই নির্দেশিকায় বলা ছিলো, বিষয়টি নাগরিকদের জন্য বিশদ আকারে

আইইসি ডিভিশন, তথা সংস্কৃতি দফতরের প্রচার শাখা এবং রাজ্যের পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকের কার্যালয়ও জরিমানা বিষয়ক প্রচারকে ঘিরে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গত ৩১ তারিখ যে নির্দেশিকাটি জারি হয়, তার কদিন পরেই দেশের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর ছিলো। গত ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরে আসেন। হয়তো সেই কারণেই গত ৩ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বিশ্রামে ছিলেন। মাস্ক না পরার জন্য হয়তো গত চার তারিখ সবচেয়ে বেশি জরিমানা আদায় করা যেত। সে যাই হোক, প্রশাসনিকভাবে গত ৬ তারিখ পুনরায় রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক তথা দুর্গোগ মোকাবিলা আইন বিষয়ক রাজ্যের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান আরো একটি সরকারি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেন। সেখানেও তিনি স্পষ্ট জানান, মাস্ক না পরলে এবং প্রকাশ্যে থুতু ফেললে জরিমানা আদায় করা হবে। প্রত্যেক নাগরিকের কাছ থেকে ওই 'অপরাধ'র জন্য ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গত ৩১ ডিসেম্বরের সরকারি নির্দেশিকার মতো গত ৬ তারিখের নির্দেশিকাতেও বলা হয়েছে, এই আইন নতুনভাবে লাগু করার আগে জনসচেতনতা বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি বিজ্ঞাপন, প্রেস রিলিজ, মাইক্রোফোন ব্যবহার করে বাজার ও ইত্যাদি • এরপর দুইয়ের পাড়ায়

কাটমানির টাকায় ফ্ল্যাট খন্দের খুঁজতেনাকাল অভি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। প্রমোটারি ব্যবসায় এবার যথেষ্টই নাম-বশ কুড়োতে চলেছেন ধলেশ্বরের বাসিন্দা শর্মিলাদেবী। ওই এলাকায় একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সলঙ্গ স্থানে গড়ে উঠেছে ২ বিএইচকে এবং ৩ বিএইচকে কক্ষ সম্বলিত প্রাসাদোপম বাড়ি। স্থানীয় নিম্নকূলের অভিযোগ, এই বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে তোলাবাজির টাকা। যে টাকার বেশিরভাগই আদায় করেছেন অভি নামক এক গৃহ পরিচারক কাম ড্রাইভার। মনিবের হয়ে বিপিনাভি অভি তোলাবাজি করতে গিয়ে এখন নাকি কয়েক কোটির মালিক। নেপাকা এলাকায় ঠিকদারি হোক কিংবা খয়েরপুরের যেকোনও প্রান্তের কোনও ঠিকদারি, বোধজনগণের শিল্পতালুকের যেকোনও



কাজ অভি নাকি সবকিছুরই ভাগ্য নিয়ন্তা। ভাসুরের নাম না বলার মতো করেই সবাই জানেন অভি'র পেছনে লুকিয়ে থাকা চেহারাটি আসলে কার। সেই কারণেই এখানকার মানুষেরা অভি'র হাতে তুলে দেন সমস্ত দালালির টাকা। যে টাকায় গড়ে উঠেছে প্রাসাদোপম ফ্ল্যাটবাড়িটি। এখন চলাছে অর্থ কোটি টাকা মূল্যে একেকটি ফ্ল্যাটের বিক্রিবাটা। অনেকেই জানিয়েছেন, প্রমোটারি ব্যবসার মালিক শর্মিলাদেবী হলেও বাড়িটির আসল মালিক একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আর ফ্ল্যাট বিক্রির এক নম্বরের দালাল হয়ে কাজ করছেন অভি। কারণ, প্রতিটি ফ্ল্যাট বিক্রি থেকেই অভিমানি যাবে অভি'র আকাউন্টে। এভাবেই বিপিনাভি অভি হোস্টার অভিমানি হয়ে কোটির মালিক হয়েছেন। গোটা শিল্পতালুক এখন তার হাতের মুঠোয়। শিল্পনগরীর ঠিকদার, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের কাছে অভি এখন ভগবান।

ঐতিহাসিক রায় পদদলিত থানার অন্দরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ সদস্যকে গত শনিবার পশ্চিম মহিলা থানায় রীতিমত অর্ধনগ্ন অবস্থায় মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয় সারা রাত। শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত তাদেরকে খাওয়া তো দূরে থাক, জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, মহিলা থানার ভেতরে খোদ এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক ৪ জনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, তারা যখন কাপড় জমা খুলে তাদের শরীর দেখায়। রবিবার দুপুরে ৪ জনকেই থানা থেকে ছেড়ে দেওয়ার আগে, ওই মহিলা আধিকারিক একটি বয়ান তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেন। তাতে লেখা হয়, ওই ৪ জন আর কোনওদিন মেয়েলি পোশাক

পরেবে না। গত শনিবার রাতে একটি হোটেল ডিজে গানের সঙ্গে ওই ৪ জনের সাথে নাচতে চেয়েছিলেন শহরের এক চিত্র সাংবাদিক। নাচতে নাচতে এক সময় কুপ্তস্তাব এবং ৪ জন সমকামির একজনের শরীরেও হাত দিয়ে ফেলেন। ৪ জনের মধ্যে একজনের টেলিফোন নম্বর চেয়ে না পাওয়ায় ওই চিত্র সাংবাদিক বেজায় রেগে যান। রবিবার উপরের এই প্রত্যেকটি বক্তব্যকে ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে বলেছেন এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্য মোহিনী। আর এগুলো বলা মানেনি, পশ্চিম থানা ও পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ এবং ওই অভিজুক্ত চিত্র সাংবাদিক স্পষ্টত দেশের শীর্ষ আদালতের একটি ঐতিহাসিক রায়কে অমান্য করেছেন। সোমবার

সকালে এলজিবিটি কমিউনিটির তরফে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে বলে খবর। খবর এটাও, থানায় মামলাও করা হবে দু'তিনজনের বিরুদ্ধে। এদিন সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যের এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন আইনজীবীও সরাসরি আলোচনায় রয়েছেন এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে। গত শনিবারের ঘটনায় দেশজুড়েই ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। যেভাবে গত শনিবার রাতে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ জনকে হেনস্তা করেছে পুলিশ এবং কয়েকজন সাংবাদিক, যেভাবে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, তা

হয়তো এখন আইনের দ্বারস্থ হবে। দেশের শীর্ষ আদালত এলজিবিটি কমিউনিটির অধিকারকে নানাভাবে নিক্শিত করেছেন গত কয়েক বছর আগেই। প্রেক্ষাপটের দিকে



তাকালে আলোচনায় উঠে আসবে ১৯৯৪ সালটি। দিল্লির উচ্চ আদালতে এলজিবিটি (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল,

কমিউনিটির নানা আন্দোলন দেখেছে। অবশেষে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে দেশের শীর্ষ আদালতে পুনরায় এলজিবিটি কমিউনিটির

জন্য মামলার শুনানি হয়। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ শীর্ষ আদালতের ৫ সদস্যক বেষ্ট এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে স্পষ্টত জানিয়ে দেন, ভারতবর্ষে সমকামিতা কোনও অপরাধ নয়। ৫ সদস্যক সেই বেষ্টের সেদিন নেতৃত্ব দেন শীর্ষ আদালতের দানবীন্দ্র প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। অন্য চারজনের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি আর এফ নরিমান, এ এম খানউইলকার, ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং ইন্দু মালহোত্রা। ঐতিহাসিক রায়টি দিয়ে সেদিন দেশের শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছিল, দেশে গত ১৫৬ বছর ধরে সমকামিতা যে আঙ্গিকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য হতো, তা আর হবে না। শুধু এটুকুই নয়, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমকামিতা নিয়ে

ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার পর শীর্ষ আদালতের বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা সমকামিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— ইতিহাস আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এরকম একটি প্রেক্ষাপট থাকার পরেও গত শনিবার রাতে শহরের বুকে এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ সদস্যকে ঘিরে যে বর্বর সুলভ আচরণ ঘটালো পশ্চিম থানা এবং পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিকরা, তা এক কথায় রাজ্যের মুখটিতে দেশের এলজিবিটি কমিউনিটির কাছে কলঙ্কিত করলো। পুলিশের সঙ্গে শনিবার বর্বর সুলভ আচরণে অংশ নেন দুই চিত্র সাংবাদিকও। গত শনিবার শহরের ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনিস্থিত একটি হোটেল থেকে এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ সদস্য

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই এক চিত্র সাংবাদিক তাদের থাওয়া করেন। বটতলা আসার আগেই তাদেরকে জোরজবরদস্তি করে পুলিশের গাড়িতে ঢুকিয়ে দেয় পশ্চিম থানার পুলিশ কর্মীরা। নেপাকা ওই চিত্র সাংবাদিকের টেলিফোন। রবিবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকাকে গত শনিবার রাতের নির্মিত সম্মর্কে বলাতে গিয়ে এলজিবিটি কমিউনিটির যে ৪ জন মহিলা গত শনিবার রাত থানায় কাটিয়েছেন, তাদের একজন মোহিনী স্পষ্ট ভাষায় বলেন— 'শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা ৪ বাম্ব্বী হোটেলের ডিজে পাটি করছিলাম। আমাদের সেই পাটিতে প্রবেশ করেছিল এক চিত্র সাংবাদিক। চেহারা দেখলে বলে দিতে • এরপর দুইয়ের পাড়ায়

সোজা সাস্প্টা আশীর্বাদ

দুইদিন আগেই ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে দুই হাত ভরে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। হাজার হাজার মানুষের সামনে রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নের গল্পও বলে গেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দেখা গেলো, প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ফিরে যাবার পরই গুরুত্বপূর্ণ আ্যুস্‌লেশ পরিষেবা (১০২) মুখথুবড়ে পড়েছে। একদিন বাদেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিএনজি স্টেশনের ঝাঁপ বন্ধ। মানুষ নিশচয় চিন্তা করছে এসব কি হচ্ছে হীরার রাজ্যে? এসব কি হচ্ছে ডাবল ইঞ্জিনের রাজ্যে? মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের সমস্যা, মানুষের কষ্ট যদি এভাবে বৃদ্ধি পায় তাহলে হীরার রাজ্যের প্রয়োজনটা কি? কিছুদিন ধরেই টিএসআর-র চাকুরি নিয়ে গোটা রাজ্যের বেকারদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। কখনও পুলিশ, কখনও প্রশাসনকে দিয়ে বেকারদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে চাপ, হুমকি দিয়ে বেকারদের ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠে আসছে। রাজ্যে নেশার এখন বাড়বাড়ন্ত। নেশায় মিজোরাম, মণিপুরকে নাকি পেছনে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে ত্রিপুরা। গাঁজা চাষে তো ত্রিপুরার নাম গোটা দেশে। চাকুরি হারিয়ে ১০,৩২৩ শিক্ষকরা একে একে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলছে। ৪৬ মাসে আশ্বাস, প্রতিশ্রুতিতে রেকর্ড হলেও বাস্তবে তার সংখ্যা বলার মতো নয়। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ যখন মাথায় তখন তো রাজ্যের মানুষের এতো সমস্যা, এত অভাব-অভিযোগ থাকার কথা নয়। মানুষ অবশ্য বলছে—হীরা নয়, খাদ্য চাই, চাকুরি চাই।

ঐতিহাসিক রায় পদদলিত থানার অন্দরে

● **প্রথম পাতার পর** পারবো। কিন্তু উনার নাম জানি না। সে অনবরত আমাকে নানাভাবে বিশ্লি ইঙ্গিত দিয়েছে। আমার ফোন নম্বর চেয়েছে বার বার। নিজেও নাচতে নাচতে একসময় আমার শরীরে হাত দিয়েছে। আমি প্রতিবাদ করতেই ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে আমাদের ন্যচ ভিডিও করতে শুরু করে দেয়।’ মোহিনী এদিন শনিবার রাতের কথা বলতে গিয়ে বলেন, চিত্র সাংবাদিকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার পরই উনারা ৪ জন হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদেরকে ধাওয়া করেন চিত্র সাংবাদিক। অভিযোগ, তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে থানায় ফোন করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ভান নিয়ে বটতলার দিকে ছুটে গেলেই মোহিনীদের জোর করে গাড়িতে তুলে নেন পশ্চিম থানার পুলিশ। এর পর থেকেই এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ জনের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসে। তাদেরকে রীতিমত মৌখিকভাবে ধর্ষণ করেন পশ্চিম থানার পুলিশ ও পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিকরা। জঘন্য, অকথ্য, অভব্য এবং পৈশাচিক ভাষা ব্যবহার করে নির্দেশাটিক কমিউনিটির ৪ জনকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয় থানায়।

জারি নাইট কারফিউ

● **প্রথম পাতার পর** বলা হয়েছে, সরস মেলা আয়োজন করা যাবে না। অন্য আর কোনও মেলা বা অনুষ্ঠান এই নির্দেশিকায় উল্লেখিত হয়নি। এবার প্রশ্ন জাগছে, রবিবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় মুখ্যমন্ত্রি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তীর্থমুখ মেলা আয়োজন করা যাবে। শুধু তাই নয়, তীর্থমুখ মেলায় কত সংখ্যক মানুষ প্রবেশ করতেন পারবেন, তারও কোনও সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, কোভিড নিয়ম মেনে মেলাটির আয়োজন করতে হবে এবং সরকারি কোনও যানবাহন পূণ্যার্থী আনার জন্য ব্যবহৃত হবে না। এই নির্দেশিকারই ১৬ নং

পয়েন্টে বলা হয়েছে করোনা বিষয়ক বিধিগুলো মেনে প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও খোলা রাখা যাবে। এছাড়াও আরো অন্যান্য নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া হয়েছে রবিবারের নির্দেশিকায়। কিন্তু প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়হীনতার যে অভাব, তা আবারো স্পষ্ট। প্রশ্ন উঠছে, যদি সরকারি বৈঠক বা দফতর বের না অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিধিনিষেধ থাকে, তাহলে তীর্থমেলা কিভাবে সম্ভব? প্রশ্ন জাগছে, যদি জনবহুল এলাকায় কোনও জনসমাবেশ না হতে পারে, তাহলে প্রত্যেকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে খোলা থাকবে?

ফাইন আদায়ে জনতার ক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর** এলাকায় প্রচার করতে হবে।সেসব কিছুই করা হয়নি। অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যসচিব স্বাক্ষরিত নির্দেশটিকে অর্ধেক মেনে চলছেন মহকুমা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। শনিবার ও রবিবার জুড়ে হাজার হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে নগরবাসীদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মাল্প পরে থাকা এবং না পরলে যে জরিমানা দিতে

হবে বিষয়ক প্রচার করার দিকটি পুরোটাই এড়িয়ে গেছেন। সরাসরি ফাইন আদায়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। প্রশ্ন জাগে, এই ধুষ্টতাগুলো প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কিভাবে পান? গত ৩১ তারিখের পর থেকে এখন পর্যন্ত শহরের কোথাও কী মাস্ক পরার জন্য প্রচার চালিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা? লজ্জায় মাথা নত হওয়া দরকার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। এটাই

হাজারো শহরবাসী তথা লাখো রাজ্যবাসীর মত। গত ১০ দিনে দু’দুবার রাজ্যের মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, মাস্কজনিত ফাইন আদায়ের আগে ভালো করে প্রচার করতে হবে। প্রচার দূরে থাক, বিষয়টি নিয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সরাসরি মাঠে নেমে সরকারের জন্য ‘রাজস্ব’ আদায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা দেখলে লজ্জায় পড়বে খেদ সরকারি নির্দেশগুলো।

মন্ত্রী ও বিধায়কের বৈঠক বয়কট

● **তিনের পাতার পর** ছিলেন। তাছাড়া বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা আগেই তি প্রামথায় যোগ দিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে দিল্লির যন্তু রমন্ত কের কর্মসূচির ‘ফিডবেক’, রাজা পরিস্থিতি এবং আগামীদিনের ভাবনা বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে আইপিএফটির এই দিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে জরুয়ারি মাসের শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে আইপিএফটির শীর্ষ নেতৃৃত্ব দিল্প্তে যাবেন। হয়তো আগামীদিনে প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাতও হতে পারে আইপিএফটি’র শীর্ষ নেতাদের। তি প্রামথার সাথে

যৌথ দিল্লি অভিযান হলেও সেই সময় প্রধানমন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা হয়নি তিপ্রামথা এবং আইপিএফটির দিল্লি সফররত প্রতিনিধিদের। এবার একাই যাচ্ছে আইপিএফটি। তাছাড়া আগামীদিনে দিল্লি অভিযানের পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জোর আলোচনা করেছেন বক্তারা। এই সময়ের রাজ্যে রাজনৈতিক আবহে আইপিএফটি-কে নিয়ে যে ওজ্বল চর্চাছে সেই ক্ষেত্রে এদিনের বৈঠকে একজন মন্ত্রী ও একজন বিধায়কের অনুপস্থিতি ওজ্বনের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া আইপিএফটির একাংশ বিধায়কের ‘মতিগতি’ রাজনৈতিক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। তবে

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি হচ্ছে তা সময়ই বলা যাবে।

নেশা সামগ্রী

●**আটের পাতার পর**- থকে শুরু করে মৃদি পেসোনে পািয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন জাতীয় নেশা সামগ্রী। দিনের পর দিন যুবসমাজ নেশায় ধ্বংস হয়ে গেলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা বিশালগড় থানার পুলিশ। সূত্র অনুযায়ী চুরাইবাড়ি এলাকার দুই নেতা সেই তিন ভাইয়ের সাথে ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। আগরতলা এবং বিশালগড়ের পদ্মের আশীর্বাদও তারাদের সাথে। এখন দেখার, তিন ভাই-সহ অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আকর্ষণ করেছে

এলসিভি’র চালকরা

● **তিনের পাতার পর** ইছা প্রকাশ করেছেন এলসিভি’র চালকরা। যদিও সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও বক্তব্য নেই টিএনজিসিএল কর্তৃ পক্ষে। এভাবে সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার জেরে জ্বালানি সংকট যে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় আগরতলা রাধানগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিএনজি স্টেশন বন্ধ থাকার ফলে পরিবহণ শিল্পেও এর প্রভাব পড়বে। এখন এটাই দেখার সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করে।

করনো ভারত

● **পাঁচের পাতার পর** গত ২৬ ডিসেম্বর দুর্দশাগ্রস্ত নৌকাটিকে পারাধীপে টেনে নিয়ে যায়। পারাধীপ মেরিন পুলিশের সহায়তায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড মানবিক কারণে নৌকাটি ও এর ত্রুদের আশ্রয় দিয়েছে। ক্রুরা নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছে বলে জানা গেছে। ভারতীয় কোস্ট গার্ড জেলে ও নাবিকদের মানবিক সহায়তাও দিয়েছে। এই ধরণের অভিযানগুলি সমুদ্রে জেলেরের নিরাপত্তা এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের কোস্টগার্ডের মধ্যে যৌথ প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** - মৃতদেহ খোঁতে পান। পরিবারের সদস্যদের চিৎকার চৌচামেচি শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। জানা গেছে, সুকেশ দেবনাথের এক ছেলে এবং এক মেয়ে আছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন এখন তাদের জীবন কিভাবে চলেবে?

অপরার্থীরা

● **প্রথম পাতার পর** করে সাইবার অপরাধীরা নানাজনকে নানাভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গোটা বিষয়টি আসলে ধোঁকা। এ বিষয়ে সাইবারক্রাইম শাখা একেবারেই নীরব। কারণ, তাদের কিছুই করার নেই এখানে। অথচ প্রত্যেকরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনও বহু মানুষ আছেন যারা পরিজনদের খারাপ কথা শুনেল সঙ্গে সঙ্গেই অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর এতেই টাকা চলে যাচ্ছে হ্যাকারদের কাছে। এই বিষয়ে সাইবারক্রাইম দফতর থেকে মানুষকে সচেতন না করা হলে এবং দফতরটিকে আরও ঢেলে সাজানো না হলে নামেই থাকবেন সাইবারক্রাইম বিভাগ। কার্যক্ষেপে হবে অন্তঃস্ত। প্রতারিত হবে মানুষ।

অবহেলার ছাপ

● **প্রথম পাতার পর** বছরে অন্তত দু’দিনেরও শহরের বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা গিয়ে ভিড় জমায়। বটতলা মহাশ্মশান থেকে কয়েক হাত দূরের এই পার্কটিতে শুধুর দিকে অভিভাবক সহ শিশুদের ভিড় দেখা গেলেও, এখন এটি অন্য এক ধরনের ‘শ্মশান ঘাট’ হয়ে পড়ে আছে। সামনে পুর নির্বাচন। শহরের প্রায় প্রত্যেকটা পার্কের এই দুর্দশা নির্বাচন শেষ হলেও কাটবে কিনা, বলা মুশকিল। দেখার, আসন্ন আগরতলা পুর নিয়ম নির্বাচনের পরে আদতেও দশমীঘাট বাগের মতো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যে পার্কগুলো নির্মিত হয়েছিলো বাম আন্দোল সেগুলো ঠিকভাবে রক্ষাব্যেক্ষণ করা হয় কিনা।

বদলিহীন স্বপন দাস

● **প্রথম পাতার পর** মধ্যেই নতুন জায়গায় চলে যান। কিন্তু স্বপন কুমার দাস ধলাই জেলায় যাননি। অভিযোগ, জানা গেছে তার সঙ্গে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে তিনি এখনও খোয়াই টিকে আছেন। অথচ স্বপনকে নিয়ে পুলিশ মহলেই নানা ওজ্বল তৈরি হয়ে আছে। অনেকেইই বক্তব্য, স্বরাষ্ট্র দফতরে পুলিশ মহানিষ্ট্রকের আদেশসূ সঠিকভাবে কার্যকর হয় না। যদি তা না হত, একজন ইন্চার্জ ইনসপেকটরকে বদলি আটকানোর সহস পেতেন না জেলার পুলিশ সুপার। যেভাবেই হোক পুলিশ মহানির্দেশকের নির্দেশ অমান্য করা বিষয়টি কেইই আমরা এখন জানি-জেনেটিকস বলে জানি। মেডেভলের জীবদশায় তাঁর আবিষ্কার কোনো তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। অনেকটা নীরবেই তাঁর কাজগুলো ধামাচাপা পড়ে যায়, বিখ্যাতদের কাজের

রৌয়া প্রাইমেটস ফেস্টিভাল শুরু

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বন দফতরের উদ্যোগে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এর অঙ্গ হিসেবে রবিবার থেকে পানিসাগর মহকুমার অশুণ্ডত রৌয়া অভয়ারণ্যে দু’দিনব্যাপী রৌয়া প্রাইমেটস ফেস্টিভাল শুরু হয়েছে। উৎসবের উল্লোধন করেন বন ও রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এবছর রাজ্যের ৮টি জেলাতেই এই উৎসব আয়োজন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এই উৎসব শুরু হলো। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জেলাগুলিতে এই ধরণের উৎসবের আয়োজন করা হবে। এই ধরণের উৎসবের মাধ্যমে রাজ্যের বনজ

যোগীর জন্য গোরক্ষপুর ফেব্রার বিমানের টিকিট কাটলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা

লখনউ, ৯ জানুয়ারি।। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে সাত দফায় ভোট যোগী রাজ্যে। ২০২২-র উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ মার্চ। ঠিক তার একদিন পর অর্থাৎ ১১ মার্চে যোগী আদিত্যনাথের জন্য লখনউ ফেব্রার টিকিট কাটলেন সমাজবাদী পার্টির মুখপাত্র আইপি সিং। রবিবার টুইটারে তিনি একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নামে একটি টিকিট বুক করা হয়েছে। আগামী ১১ মার্চের জন্য এই টিকিট বুক করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী

লখনউ থেকে যোগীর নিজের বাড়ি গোরক্ষপুরে ফেরার জন্য এই টিকিটটি কাটা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ভোটে বিজেপির জন্য বিরোধী বলতে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টিই রয়েছে। গতবছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই একাধিক স্থানীয় দল, মুসলিম সংগঠন এবং দলিতদের কাছে টানার কাজ শুরু করেছেন অখিলেশ। তিনি ও তাঁর দল আশাবাদী যে, তাঁরা বিজেপিকে হারিয়ে ক্ষমতায় ফিরবেন এবার। স্বাভাবিকভাবেই যদিও তাঁদের আশা, ১০ মার্চ অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন পূর্ণ হয় তাহলে যোগী ও তাঁর দলকে লখনউয়ের গলি ছেড়ে দিতে হবে। সেই বিষয়টিকেই চিহ্নিত করেই ১১

মার্চ এই টিকিট বুক করার বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়াতে এনেছেন আইপি সিং, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। টুইটে লখনউ থেকে গোরক্ষপুর বিমানে ফেরার টিকিটের স্ক্রিনশট দেওয়ার পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টির মুখপাত্র আইপি সিং লেখেন, “১০ মার্চ জনগণের দিন হবে, ১০ মার্চ রাজ্যে সত্যের সূর্য উঠবে এবং এসপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে। তাই লখনউ থেকে গোরক্ষপুরের রিটার্ন টিকিট বুক করেছি।” তিনি টুইটে আরও লেখেন, যোগীগী এই টিকিটটি আপনার কাছে রাখুন, কারণ পরাজয়ের পরে বিজেপি আপনার কোনও খোঁজ নেবে না।

মুঘলদের মতো নিজামদেরও মুছে ফেলা হবে, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

হায়দরাবাদ, ৯ জানুয়ারি।। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রবিবার তেলেঙ্গানায় মুঘল, নিজাম এবং ওয়াহিসির দলকে একযোগে নিশানা করলেন। হিমন্ত বলেন, ভারতের ইতিহাস বলছে, বাবর, ঔরঙ্গজেব, নিজামরা এদেশে বেশিদিন টিকতে পারেনি। এদিন তেলেঙ্গানার গুয়ারাঙ্গো অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডথা বিজেপি নেতা বলেন, “৩৭০ ধারাকে মুছে ফেলা হয়েছে, রাম মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে। এখন (হায়দরাবাদ) থেকেও নিজামের নাম, ওয়াহিসির নাম বাদ চলে যাবে। সেদিন বেশি দূরে নেই।”হেমন্তের বক্তব্য, এবার হায়দরাবাদে নিজামের পরম্পরা শেষ হবে। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্থান হবে। তেলেঙ্গানার টিআরএস শাসনকে কটাক্ষ করে

অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তেলেঙ্গানায় আর একনায়কতন্ত্র চলেবে না। যখনই একনায়ক কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী বরজবে, তখনই দেশে জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বক্তব্যের শেষেনতুন তেলেঙ্গনা গণ্ডার বার্তা দেন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিকে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে টুইট করেছেন টিআরএস বিধায়ক তথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়ে কলভাকুন্তলা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, “আপনার আজকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বিজেপি তেলাঙ্গানার গৌরবময় ইতিহাস মুছে ফেলতে চায়। আমি বিস্মিত হই ভেবে, যে আপনার দল বিজেপি কেন এক্যের ভাবনাকে

এতটা ভয় পায়! আপনি ভুলে গেলেন, ২০১৮ সালে আপনার কীভাবে ১০৭টি আসনেই হেরেছিলেন!” কেসিআর-এর মেয়েকে পালাটা দিয়েছেন হেমন্তও। রিটুইটে লিখেছেন, “এটাও মনে রাখুন, একটা সময় বিজেপি কেবল ২টি লোকসভা আসন জিতেছিল। আর এখনকার পরিস্থিতি আশা করে আপনার জানা আছে।” উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তেলেঙ্গানায় বিজেপির প্রচারে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সভামঞ্চ থেকে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে শাহ বলেছিলেন, হায়দরাবাদকে নবাবি ও নিজামি সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করুন। এদিন একই সুর দেখা গেল অসমের মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও।

কোটি টাকার ড্রেন নির্মাণে দশ নম্বরির কাজ

● **তিনের পাতার পর** যেতে হবে। অর্থাৎ বাজার কমিটির জন্য কোন নিয়মের বালাই নেই, কিন্তু সাংবাদিক সহ অন্যদের থেকেই সব নিয়ম। আর এই বক্তব্য শ্রেইই সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। এদিন উপস্থিত মানুষের মধ্যে যে প্রশ্রুটি আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল এনএইচআইডি সিএল’র

মেডেল : একজন অনুসন্ধিৎসু যাজক

● **ছয়ের পাতার পর** ক্রনোতে ফিরে আসেন এবং আশ্রমের কাজে নিয়োজিত হন এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পাশাপাশি শুরু করেন মটরশুটি নিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা বংশগতি কী এবং প্রজন্মাত্তরে কীভাবে তার প্রকাশ ঘটে? উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসেন শতাব্দীর অন্যতম চাঞ্চল্যকর ঘন্টা বংশ পরম্পরায় মিল-অমিলের পরিসংখ্যান। এই বিষয়টি কেইই আমরা এখন জানি-জেনেটিকস বলে জানি। মেডেভলের জীবদশায় তাঁর আবিষ্কার কোনো তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। অনেকটা নীরবেই তাঁর কাজগুলো ধামাচাপা পড়ে যায়, বিখ্যাতদের কাজের

আড়ালে। বংশগতি ছাড়াও মেডেল বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আবহবিদ্যা সেরকমই একটি শাখা। মৌমাছির কৃত্রিম প্রজননেও তিনি সফলতা অর্জন করেন। ১৮৮৪ সালে ন্যাপের মৃত্যুর পর আশ্রমের গুরুদায়িত্ব গিয়ে পড়ে মেডেভলের ওপর। মেডেল আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এর পর তিনি গবেষণায় কতটা মনোনিবেশ করতে পারেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে তিনি যে আশ্রমের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন, সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন সফল ধর্মযাজক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে ছিলেন একজন সফল জীববিজ্ঞানী। ১৮৮৪ সালের ৬ জানুয়ারি সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফ্রাঙ্ক বারিনা নামে এক

সহকর্মী মেডেভলের মৃত্যুর আগমুহূর্তের কিছু কথা লিখে গিয়েছেন ‘যদিও জীবনে আমাকে অনেক কষ্টকর মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তবু যেসব সুন্দর ও ভালো অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমার সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হবে। আমার বেজ্ঞানিক কাজগুলো আমাকে অনেক বেশি সন্তুষ্ট এনে দিয়েছে এবং আমি মনে করি যে বিশ্ব-কল্যাণে ঠিকই আমার কাজের স্বীকৃতি দেবে।’ এ মন্তব্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে মেডেভলের জীবদশায় তাঁর কাজগুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। এখন আমরা জানি, মেডেভলের কাজগুলো পরবর্তী বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিকসের পথ করেছে সুগম। এ কারণেই তাঁকে বলা হয় ফাদার অফ জেনেটিকস বা বংশগতিবিদ্যার জনক।

অতিথিগণ রৌয়া অভয়ারণ্যে প্রাইমেটস কর্ণার ও সেলফি পয়েন্ট এর উদ্বোধন করেন এবং রৌয়া অভয়ারণ্য পরিদর্শন করেন। উৎসবকে কেন্দ্র করে সাইকেল র্যালি, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দফতরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে। উৎসব চলবে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এগিয়ে চল

● **সাতের পাতার পর** তোলা। খেলাধুলা এই কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারে। তাই রাজ্য সরকার খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এগাচ্ছে। টিএফএ-র নেতৃত্বে রাজ্যের ফুটবলেও একটি নতুন দিশা দেখা যাচ্ছে। এটাকে ধরে রাখতে হবে।

অপরাজেয়

● **সাতের পাতার পর** এরপর কয়েক বছর সাই-৮ হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেছে। ২০০৯-এ প্রথমবার সরোজ সংঘের হয়ে প্রথম ডিভিশন এবং রাখান শিল্পে আবির্ভাব ঘটে। এরপর থেকে অভিব্রোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে রতন কিশোর। দলবদলের সময় যেকোন দল স্টপার বাছাইয়ের সময় প্রথমে রতন কিশোর-র খ্যাতি থাকবে। লাজুক রতন কিশোর জানিয়েছে, যেতদিন ফিটনেস থাকবে ততদিন খেলে যেতে চাই। খেলছি শুধুমাত্র মনের আনন্দে। কারণ ফুটবল ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। তরুণ স্টপার অনন্তবিজয় জামাতিয়া-র প্রশংসা করেছে রতন। এই ছোটোর খেলা তাকে মুগ্ধ করে। আর রতন কিশোর-র লড়াই মুগ্ধ করে গোটা রাজ্যের মানুষকে। ১৭ বছর ধরেও কিভাবে নিজেকে ফিট রেখে শীর্ষে উঠা যায় সেটাই আরও একবার হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিলো রতন কিশোর জামাতিয়া।

আশিষের

● **চারের পাতার পর** গত ৭ তারিখ জনসমাবেশে মাস্ক ছাড়া গিয়েছিলেন। শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আমার লড়াই ২৪ দিনে পড়েছে। বিদ্যাভ্যোতি প্রকল্পের নামে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের হাতে তুলে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। এর বিরুদ্ধে আমি লড়াই করে যাব।

কোটি টাকা !

● **ছয়ের পাতার পর** হয়েছে।” আয়কর বিভাগের এই তত্ত্বাশি চালানোর ভিডিও নেটিমধ্যমে চলে এসেছে। এই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে সংস্থার কর্মী হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে টাকা শুকাচ্ছেন। এক জন আবার ইষ্ট্রি করে টাকা সমান করছেন। আয়কর বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী শঙ্কর রাই দামোহনগর পুরসভার একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি কংগ্রেসের হয়ে ভোটে লড়েন। অন্যদিকে তাঁর ভাই কমল রাই পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। কোথা থেকে এল এত টাকা? আয়কর বিভাগ জানিয়েছে কর্মচারীদের নামে তিন ডজনও বেশি বাস রয়েছে রাই পরিবারের। তাদের সম্পত্তির হদিশ দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে আয়কর বিভাগ। তত্ত্বা কর্মশালার জানিয়েছেন যে তরুণ এখনও শেষ করেনি। যে সব নথি উদ্ধার হয়েছে তার ভিত্তিতে আরও তত্ত্বাশি চালানো হবে।

দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ

ছয়ের পাতার পর জন। ২৪ ঘটায় সুস্থ হয়েছেন ১৫২৫ জন। সেখানে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৬,৮৪৩ জনের। ২৪ ঘটায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। আক্রান্তের নিরীখে সারা দেশে পঞ্চম। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৫৩৬। ২৪ ঘটায় সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩৯৪। সেখানে সুস্থ হয়েছেন ১৯,৬৩,০৫৬। ২৪ ঘটায় সেখানে সুস্থ হয়েছেন ৫০৮ জন। করোনায় সেখানে মৃতের সংখ্যা ৩৮,৩৬৬। ২৪ ঘটায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে কলকাতাতেই সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। জেলা হিসেবে অবশ্য লালল স্মৃতিটির সবার আগে। সেখানে সক্রিয় আক্রান্ত ৬১,১১ শতাংশ। কলকাতায় সক্রিয়তার হার ৫৭.৯৮ শতাংশ। জেলাগুলির মধ্যে এরপরেই রয়েছে হাওড়া, সেখানে সক্রিয়তার হার ৪৬.৪৪ শতাংশ।

ডবল সেঞ্চুরি আক্রান্ত বিচারক

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি,
আগৰতলা, ৯ জানুৱাৰি।
কিনোৱায় ডবল সঞ্চুৰি পাক কৰে
নিৰল ৰাজ। সঞ্চুৰি কৰোঁতা
পশ্চিম জেলা। সঞ্চুৰি সময়
ৰবিবাৰই কৰোঁতা আক্ৰান্তৰ
সংখ্যা ২৪ কোটি ২০৬ জনে উঠে
দাঁড়িয়েছে। তাৰ মध्ये ১২১ জনই
পশ্চিম জেলাৰ। প্ৰজিতিত শাক
হয়েছে খোয়াই আদালতৰ এক
বিচাৰক সহ আৰু কয়েকজন।
পৰিস্থিতি প্ৰত্যেকদিনই দ্ৰুত
খৰাপ হৈছে। জানুৱাৰি মাসেৰ
প্ৰথমপুৰীয়া সঞ্চুৰেৰ পৰ খোকেই
ত্ৰিপুত্ৰীয় প্ৰত্যেকদিন বাঢ়ি
কৰোঁতা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা।
ৰবিবাৰ সঞ্চুৰমাণেৰ হাৰ বেড়ে
দাঁড়ায় ৫.১৫ শতাংশ। সাধাৰণত
৫ শতাংশৰ উপৰ সঞ্চুৰিত
শাক হলে একে পৰিস্থিতি
খৰাপ বলেই মেনে নেন স্বাস্থ্য

কমীরা। কিন্তু যত দ্রুত আক্রান্তের
সংখ্যা বাড়ছে তা নিয়ে চিন্তিত
প্রায় সবাই। রাজ্যে সামান্য
দেয়তে হলেও রবিবার রাজ্য
সরকার নাইট কারফিউর ঘোষণা
করেছে। এছাড়া পার্ক, বেসরকারি
প্রতিষ্ঠান সহ প্রায় সব জায়গায় ৫০
শতাংশ লোক নিয়ে কাজ করার
নির্দেশনা দিয়েছে। যদিও এ
নির্দেশনা কেবোথও সরকারি
অফিসগুলোতে ৫০ শতাংশ
উপস্থিতির কথা লিখা হয়নি। স্বাস্থ্য
দফতর রবিবার মিলিয়া বুলেটিনে
জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৩৯৯৭
জনের সংস্রাপ পরীক্ষা হয়েছে।
এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায়
সামান্য কম। এর মধ্যেই ২০৬ জন
পজিটিভ আর্থী শনাক্ত হন।
শুধুমাত্র আগের তায় সংক্রমণের
হার ১৬ শতাংশে উঠে পড়িয়েছে।
পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্কুল,

কেলেজ বন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে
রেখেছেন বাজার তথ্যমন্ত্রী
রবিবার স্বাভাবিক দফতরের রিপোর্ট
অনুযায়ী পশ্চিম জেলায় ১১ জন
জড় সিপাহিজলায় ১৩, খোয়াইয়ে
৭, গোমতীতে ৩, দক্ষিণে ১৫,
ধলাইয়ে ১১, উর্নাকাটিতে ১৫
এবং উত্তর জেলায় ২০ জন
পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে।
রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা
করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে
দাঁড়িয়েছে ৬২৭ জন। এখন পর্যন্ত
৮২৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী
রাজ্যে মারা গেছেন। এদিন সুস্থ
রোগীর হার মেমে দাঁড়িয়েছে
৯৮.৩০ শতাংশে। এদিকে দেশে
আরও বাড়লো করোনা সংক্রমিত
রোগী। ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ লক্ষ
৫৯ হাজার ৬৩২ জন পজিটিভ
রোগী শনাক্ত হয়েছে। মারা
গেছেন ৩২৭ জন।

মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছে
এলসিভি'র চালকরা

প্রতিবাদী কবিতা প্রতিনিধি,
আগারতলা, ৯ জানুয়ারী। “তীর
জালনিত সন্কেটে আশঙ্কা/ অসুখ
সিজনিত চলিত যানবাহন” শীর্ষক
স্ববাদ একমাত্র প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিবাদী কলমে-এ রাজেশ সার্বিক
প্রতিবাদিত্তে সিজনিত শৈশব সন্ধ
করে জ্বালানিত সন্কেটে আবহ তৈরিত
পারকর ক্ষেত্রে িজনিত সিজনিতর
ভূমিকাত্তি নিয়িত বিভিন্ন মহলে উঠছে
প্রশ্ন। যাত্রী সাধারণ মহাপ্রতিবাদ
পড়লে বলে আশঙ্কা প্রশ্নকর
হচ্ছে। কারণ সোমবার থেকে এই
প্রতিবাদিত্তি আরও বেশি জটিল
আকার ধারণ করছে। প্রতিবাদী
কলমে-এ স্ববাদ প্রকাশ হওয়ার পর
বিষয় ব্যবস্থার দিকে সরকার
এচ্ছে কিনা সোটা সবারই জানা
যাবে। সার্বিক চিত্র আরও একবার
পরিষ্কার হবে সোমবার। চন্দ্রদুয়
আইএসবিটি-এ চাটুয়
এলসিভিত্তি র চালকরা মুখামস্তিত্তি দৃষ্টি



কৰ্মৰূপ কৰে বলেভেবে। যে
ঠিক্‌দারি সংস্থা বা নতুনভাৰে
যুক্ত হলেও এই চালকদের জন্য
বলান রাখা হয়। তারা তাদের কাজ
সুন্দরভাবে করে যাবেন বলে
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টিএনজিসিএল’র
সাথে নতুনভাৰে এলসিভি’র
সরবরাহ নিয়ে চুক্তি হলেও এই
পুঁজুদার। চালকদের জন্য
নতুনভাবেই কাজে যোগদানের
সুযোগ দেওয়া হয়। তারা কাজ
করতে ইচ্ছুক। ঠিক্‌দারি ব্যক্তি
কিবা সত্বেয় পরিবর্তন এলেও এই
চালকদের কর্মবৃত্তি যাতে না হতে
হয় সেই আশঙ্কাজনক হয়েছো
মুখামুখি উদ্বেগে। ৯ জন্ময়ারি
সংখ্যে শহরের রাধাপাণ্ডার
বিভিন্ন সিএনজি স্টেশনগুলোতে
এলসিভি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।
তাতে তীব্র জ্বালানি সংকটে
আশা করে যে আরও ঘনিষ্ঠ হাচ্ছে
তা আর বাবর অপেক্ষা রাখে না।
গত কয়েকদিন ধরে এলসিভি’র
চালকরা আশঙ্ক প্রকাশ করছিল
তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তারা যে
ঠিক্‌দার বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে কিবা
কোম্পানির অধীনে কাজ করতেন
তাদের সাথে টিএনজিসিএল’র
চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও
নতুনভাবে বারাদায়িত্ব পাবেন তারা
এই চালকদের বহাল রাখবে কি?
আশা আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।
সংগঠিত কর্তৃপক্ষও যেনো এই বর্তমান
চালকদের বহাল রাখতে রতেন্দ্রপুত্র
ভূমিকা পালন করে সেই দাবিই
বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ। মুখামুখি
এই বিষয়ে বিশেষ ডায়ালগ করছেন
বলে ● এগরন দুইয়ের পাণ্ডার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সমবায় মন্ত্রীর আহ্বান

প্রশ্ন বিলজ্ঞ, আগরতলা, ৯
জানুয়ারি। রবিবার থেকে সপ্তম
মহকুমার আনন্দগণের গুণব
হয়েছে সুলতান শাহ দরগা সহতি
মেলা। চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত
সন্ধ্যা ৩ দিব্যাবাদী এই মেলায়
উদ্ভাধন করে সমবায় মন্ত্রী
রামপ্রসাদ পাল বলেন, আজাদি
কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ
হিসাবে এই মেলাকে আরও বড়
আকারে এবং বেশী দিনের করার
জন্ম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু বাথ হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা
মহামারির তৃতীয় ঢেউ। তিনি
বলেন, আনন্দ থেকে বড় হচ্ছে
বৈশ্বৈক থাকা। তাই তিনি মেলায়
উপস্থিত সকলকে সরকারি বিধি
নিষেধ মানে নিজে এবং অন্যকে
দুই-তিন ফুট দূরত্ব সামাজিক
সুস্থ রাখার পালন করার আহ্বান
জানান। অমৃতোৎসব বজ্রাধার
গিয়ে ডুকাল পঞ্চায়েত সমিতির
চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস
বলেন, মেলা হল মিলনক্ষেত্র।



মেলায় মাধ্যমে যেমন মানুষে
মানুষে ভাতৃবোধে, সংহতি দ্য
হয়, ঠিক তেমনি স্থানীয় ক্ষুদ্র
ব্যবসায়ীদেরও রাজ্যগারের একটি
ঠিকানা হয়। অনুষ্ঠানে তথা ও
সংস্কৃতি দফতরের অধিকারী রতন
বিশ্বাসী বলেন, দিন যত মাছে
সুলতান শাহ দরগা সংহতি মেলার
কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে। মানুষের

সমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মেলায় যারা আসবেন তারা নিজে এবং অন্যের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং অন্যান্য কোভিড-১৯ বিধি নিষেধ পালন করবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

শীলা বণিক, পশ্চিম আনন্দনগর
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুকুমার
সরকার, শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের
প্রধান ভজন পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে
স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যুত
মন্ত্রিসভাসভা মন্ত্রী মলয় লোধ। উল্লেখ্য,
তথা ও সংস্কৃতি দফতর এবং ডুকলি
পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে
এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

নেশা কারবারীদের ব্যবসার লিজ দিলেন ওসি

হেতিবাদী কলম প্রতিনিধি।
আগরতলা, ৯ জানুয়ারি। পকেটে
ঘুসর ঢাকা নিয়ে শহুরে
লালমাটিয়া এবং কলেজটিলা
এলাকাঁ নেশা কারবারের পক্ষে
লিজ দিলেন ফাঁড়ির ওসি। মাত্র দশ
টাকা কারার বিনিময়ে প্রাক্তন
সিপিএম নেতার ছেলে সহ
তিনজননের কাছে ওঁ লিজ
দিয়েছেন ওসি। তাদের
মধ্যস্থতাকারী এক দালাল
সাংবাদিক। ওঁ সাংবাদিকের ঘরে
আঁর প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচরা মাস
শেঁষে দেওয়ার দায়িত্ব অ্যস
নামের এক নেশা কারবারির।
স্থানীয় নাগরিকরা ওঁ ঘটনা টের
পেরে প্রতিবাদ জানাতে গুর
করেছেন। কারণ, তারা চাইছে
নেশার দৌরাড্ব্য বন্ধ হোক।
লালমাটিয়া এলাকায় নেশার আসন
বন্ধ করতে পুলিশের কাছে
স্থানীয়রা বহু অভিযোগ করেছে।
কিন্তু টাকার বিনিময়ে তিন দেশা
কারবারিকে পুলিশ খাড় দিয়ে
রেখেছে পুরোশ। নেশার কোঁটা
বিক্রেতার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা
ঘুস নিয়ে বাজার সমিতির এক
সদস্য দিতে বাজার। কিন্তু ঘুরে
চলার সামনে ব্যবসায়ীদের কথাও
টিকল না। অভিযুক্ত ওসির নাম
মুন্সেপ পাটারি। তিনি মহারাজগঞ্জ
ফাঁড়িতে আছেন। মহারাজগঞ্জ
ফাঁড়ি এলাকায় নেশার ট্রেনাট্য

ফেল্ডিগল, গাঁজার গোলামরা হচ্ছে।
কিন্তু সচ দৃষ্টবশত যখন মূশের ফাঁড়ির
দায়িত্ব নেওয়া'র পর থেকে এই
গোলামগুলিতে অভিযান বন্ধ হয়ে
গিয়েছে। ফাঁড়ির কাশিয়ার এবং
নিগমত্ব করে। টাকার ভাগ যা
দালাল সাবাদিকদের পকেটেও
জানা গেছে, লালমাটিয়া এলাকার
প্রান্তে নিগম নেতা হরেন্দ্র
র'হর আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে
নেশার টেনাটালি, হেরোইন এবং
ব্রাউন সুগার বিক্রি করে। এই
চক্রটিতে রয়েছে অভজ্ঞ ও চক্রটির
সঙ্গে হাত রয়েছে অজ্ঞার এবং
জুয়াড়ি শাস্তির এটিং জুয়াড়িদের
সঙ্গে পুলিশ এবং লালমাটিয়ার
নেশা কারবারীদের যোগ তৈরিকরে
দিয়েছিলেন ওঁদের দালাল সাবাদিক।
তাদের কাছ থেকে এর জন্য নিজের
মম করে টাকাও খেয়ে নেয়। অভজ্ঞ
আগে মম বিক্রি করত। কিন্তু তার
বাব ভেঙে দিয়েছিল মালি এবং
দেবু। এরপর থেকেই মালি এবং
দেবু মিলে অজ্ঞার জয়াগা নেশার
বাবসা শুরু করেছিল। কিন্তু এখন
তিজবজ নেশার বাবসা বন্ধ হয়ে
গেছে। উমঠম দিয়ে খুঁচে
লালমাটিয়ায় নেশা কেটা বিক্রি
করে। মাহ বাবসারী সুনীল পেটোতে
করে নেশা সামগ্রীর কেটা নিয়ে
যায়। এইভাবে অভজ্ঞদের পার্থ
মহারাজগু ফাঁড়ির ওপর পকেটে
টাকা দিয়ে মম বিক্রি করে। এই

বেশা কারবারীরা সবাই বেবাইনি
বাসবার জন্ম রাতিনত লাঁসেপ
নিয়িহেও ওঁপনি পক্কে থেকে।
কোঁরহে কেউই তাদের বিরুদ্ধে মুখ
খুলতে পারে না। তাদের নেশা
সামগ্রী বক্রি নিয়ে অভিযোগে
পুলিশ পক্কে কানই সময়ে যায়
না। উল্টো তাদের সরে যেতে
পুলিশ সাহায্য করে বলে
অভিযোগ। প্রসঙ্গতঃ ত্রিপুরা
নেশাভক্ত অভিব্যক্তি সমালোচ্য ঢাক
পটিয়েছে। ভাল কাজের জন্য
পক্কে জেলার পুলিশ সুপার
মানিক দাস, প্রাক্তন অতিরিক্ত
পুলিশ সুপার শান্ত কুমার সহ
ওপাকি ডিভি ভিন্ন পেয়ায় পুলিশ
শুধুমাত্র পশ্চিম জেলার হচ্ছে
অফিসারদের অচ্যুত খেদ
আগরতলায় নেশা কারবারীদের
পক্কে থেকে কান নিয়ে বেবাইনি
ব্যবসার লিজ দিয়ে দিচ্ছেন
কয়েকজন অফিসার। বটজালা
মহারাজগঞ্জ বাজার ফাঁড়িওলির
বিরুদ্ধে এই এরবনের অভিযোগ
বৃদ্ধিদেশ। কিন্তু দশম নিয়ে পুলিশ
আধিকারিকরা কোনওদিন তদন্তটুকু
করেন না। অচ্যুত এই
আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও টাকা
পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ বাবর
উঠে। এরপরও তাদের বিরুদ্ধে
তদন্ত করিয়ে নিজেদের সত্যতা
প্রমাণ করার সাহস দেখান না
আধিকারিকরা।

প্রতিদ্বন্দী কলম প্রতিদ্বন্দী, ধর্মবিরোধী,
৯ জানুয়ারি। আবারও পুলিশের
কর্তৃত্ব অবহেলায় অভিজোগ্য
থানাধারবুদের অপদর্শনার কারণে
ধর্মবিরোধী থানার লক-আপ থেকে
এক অভিজুক্ত পলানায় যায়।
শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কারণে
পুলিশের মুখ কষ্ট হয়েছিল পলাতক
অভিজুক্তকে সাধারণ মানুষ আটক
করে ধর্মবিরোধী থানা পুলিশের হাতে
তুলে দেয়।
জানায়, শনিবার এক অভিজুক্ত
পুলিজ সারকায় পুলিশ প্রেধাবার
করে লক-আপে রাখে। রবিবার
সকালে তাকে থানারটি ধারায়
দেওয়া হয়। ধারায় শেষে অভিজুক্ত
পুলিজ থানায় ধারায় আনার কথা বলে
বেরিয়ে যায়। সেই সুযোগেই
অভিজুক্ত থানা চত্বর থেকে উপাধ
হয়ে যায়। তাকে থানা থেকে
পুলিশ হাটায়ের দ্বাধ থেকে বরপ
পুলিশ পুলিশ সজিতকে পুনরায়
জালে তোলার জন্য দৃষ্টে আসে।
তবে পুলিশের থানা থেকে পলাতক
যাবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে।
এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। থানা
চত্বর হইতে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত
সাধারণ মানুষ সজিতকে মন্দিরের
সামনে থেকে আটক করে। পরে
পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
অভিজুক্ত থানা থেকে পলাতক
অভিজুক্ত থানা থেকে পলাতক
অভিজুক্ত থানা থেকে পলাতক

যান সন্ত্রাস, অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্য না দিয়ে সাফল্যের ঢাক পুলিশের

ভিত্তিবাদী কৰ্মৰ প্ৰতিনিধি। সাপ্তাহিক, ৯ জানুৱাৰী। পুলিশ সংগঠন অতীতৰ পুৰণি আগত গত এক বছৰেৰে সাক্ষ্য তুলে ধৰোঁৱে ৰাজ পুলিশ। তৰে তিন পাতাৰ প্ৰেম পুৰিছে কোথাও গত এক বছৰেৰে অপৰাধৰে তথা তুলে ধৰা হয়। প্ৰত্যেকদিন চলে আসা যান সন্ধান নিয়ে এটি অন্ধৰে খৰা কৰেদিন ৰাজ পুলিশ। শুধু তাই নহ, খুন, চিৰ, হিনততত মই মই খন্যায় পুলিশেৰে সাক্ষ্যেৰে তথা নহে। এৰ অই হছে যান সন্ধান, অৰাভাৰ মৃত্যু, চিৰ নিয়ন্ত্ৰণ পুলিশ বাৰ্হ হছে। এক বছৰেৰে বাৰ্হ এক হছে। ছোট গাঁৱত জলপান ই-চালাৰে মাধ্যমে চলিমান কৰতে ভাল সন্ধান দেখোঁৱে ট্ৰাফিক ইনস্পেক্ট। কিন্তু যান সন্ধান স্বৰ্গ শহৰ এলাকাৰ ট্ৰাফিক নিয়ন্ত্ৰণ বাৰ্হতৰ উপৰ এটি শব্দও নহে। ইয়াত প্ৰিয়দ্বাৰ গত এক বছৰ ট্ৰাফিক পুলিশেৰে উপ উদ্দেশ্য ছিল, মানুহকে জৰিমাণা কৰ। অত, পুৰোপনিৰ বেড়ে যাওঁৱা যান সন্ধান নিয়ে প্ৰাৰোপিত উদাসীন ছিলেন ট্ৰাফিক পুৰোৱেৰে এসপি শৰ্মিত। জববতী। এমনি অভিযোগ উঠেছে। যদিও ট্ৰাফিক পুলিশ থেকে চৰাইয়ে হৰিও হৰিয়ে শৰ্মিতাকে। তাৰ জয়গায় আনা হছে ডাৰ্লাংক। ৰবিবায় ৰাজ পুলিশেৰে আইজি (অইন শৰ্হা) সন্ত চৰকতী হৈ পাতাৰ প্ৰেম পুৰিছে স্বাক্ষৰ কৰেহেন। তিনি জানিয়েহে, অহৰ পুলিশ পূথৱ ১০ থেকে ১৬ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত পালন কৰা হেবে। ত্ৰিবিধ পুলিশ গ

বহু অঙ্গিষ্ঠ এবং পুর নিগম
নিগম শাস্তিপূর্ণভাবে করিয়েছে।
অপরূপ শিল্পকৃৎ হাতের পুণিষ্ঠ
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।
অপরূপীদের কোনভাবেই ছাড়া
হয় না। অপরাধের সংখ্যাও যে
কারণে নেমে এসেছে।
সেপ্টেম্বর রাজের ইতিহাসে নজির
বৈঠকই অস্বাভাবিকভাবে পুণিষ্ঠ
মাননেই অগ্নি নিয়ে এবং
ভাঙুরের ঘন্টা দিয়ে পুণিষ্ঠের
মুখব নাহি। অপরাধীদের বিরুদ্ধে
পুলিশ দূর্বল ও শুধার কথা
জানিছ না? বন্দ্যাদমাধ্যমে
আক্রমণের ঘটনায় রাজা পুণিষ্ঠ
অপরূপীদের প্রেক্ষিতার কারণে সত্য
দেখাতে পারেনি।
অন্যদিকে, সাইবার ক্রাইম বিভাগটি
গত এক বছরে ২০ লক্ষ ৯৬ হাজার
টাকা ব্যয়ক্রে মাধ্যমে প্রত্যাগার পর
উদ্ধার করিয়েছে। গুরুত্ব গন্ত
এক বছরে সাধারণ নাগরিকদের
পকেট থেকে ই-চালানের মাধ্যমে
২ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৫০
টাকা জরিমানা আদায় করেছে।
ই-টাকা ট্রাফিকবিধি অমান্যকারীদের
থেকে আদায় করা হয়েছে বলে
ট্রাফিক পুলিশের পুলিশ। অতঃ পগো
এক বছরে ট্রাফিক দণ্ডিতরা
থেকে আরোহীদের জরিমানার
সঙ্গে হেলেনটি দিয়ে অস্বাভাবিক
জন্য জরিমানা করে বৈধিদের কিছু
দণ্ড ওয়াবায় তথ্য নেই।
অভিযানে গত এক বছরে পুলিশ
৩৬৬টি মামলা নিয়েছে। এইসব
ঘটনায় ৪৬৬ জনকে আটক করা
হয়। ১০ জনের বিরুদ্ধে পিট

নেতিপিসি আর্ন্ত মাল্লা নেওয়া
হয়েছে। এক জঙ্গিকে মানিকপুরে
একোষ্টারের খন্দ করা হয়েছে।
এছাড়া ৯ জন এনএলএফটি
(পিডি), ১৭ জন এনএলএফটি
(বিএম) এবং ১ জন
কেওয়েইকিং গোষ্ঠীর জঙ্গি
আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে। এই
জঙ্গির চাঁচ পিস্তল, একটি শ্রেণ্য
ছাড়া তার এবং বাংলাদেশের
প্রশ্রু ভারত জমা করেছে। ২০১১
সালে রাজা পুলিশ ২৬টি রক্তদান
শিবির করেছে। এই সময় ৭৩ জন
সাবইনসপেকটর আত্মহত
পদ্ধতিতে পদেমতি পেয়েছে।
এছাড়াও ৩২ জন টিপিএস
অফিসার প্রেড-২ থেকে প্রেড-১
এ পদেমতি দেওয়া হয়। ৭৮ জন
ইনসপেকটর এবং সুবোদারকে
টিপিএস প্রেড-২তে পদেমতি
দেওয়া হয়েছে। আরও পুলিশ এবং
টিপিএসার জয়ানাদের পদেমতি
প্রক্রিয়া চলাছে। গত এক বছরে
টিপিএসার ১,৪৪৩ জনকে
ইনসপেকটর জন্ম বাহ্যি করা হয়েছে।
এক মধ্যে ১০৮ জন মহিলা। এই
প্রথম টিপিএসার-এ মহিলা নিয়োগ
করা হয়েছে। এই সময়ে ১,২৮৬
জন সাপেক্স জয়ানাদে নিয়োগ
করা হয়েছে। তিন পাতার প্রেস
রিলিজটিতে কোথাও গুল এক
বছরে রাজতে কতটি গুল হয়েছে,
কতটি চুরি এবং ছিলটি হয়েছে,
যান সন্ত্রাসে কতজন মারা গেছেন,
কতজন সাইবার প্রত্যয়গর শিবির
কতজন ইনসপেকটর কতজনের
অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এই

সম্রাজ্ঞা একটী তথ্যও নেই। দায়সরালা তথাও এক বছরের সময়সীমার ভাণ্ডে ধরা হয়েছে। এমনকী নারী সংক্রান্ত অপরাধের সমস্যাটার তথ্যও নৈমিত্তিক পুস্তকের প্রেসে রিলিজ। সাধারণত, এক বছরের সময়সীমার ভাণ্ডে ধরা হয়েছে গড়িমসি রাজা পুলিশ করে নেন। এমনকী পুলিশ সপ্তাহের আগে রাজা পুলিশের কোনও আধিকারিক সাংবাদিকদের ডেকে কথা বলারও পরকারণ মনে করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। মুম্বাই মিডিয়াস রক্ত একটি ক্রিমিক থ্রা খেলে পুলিশ আধিকারিকরা গোটা বছরের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আড়াল করে গেলেন। সবটাই রাজা পুলিশের মিডিয়াস রক্ত যোগাযোগে হস্তাকারী অফিসারের গফিলতি নাকী ছেঁচে করছে। গুরুত্ব অপরাধ বৈধি যাওয়ার তথ্য পুলিশ গোপন রেখেছে, তা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। কারণ এটা সত্যি, সবদা পুলিশের সামনেই আলো আক্রমণের ঘটনা নিয়ে আজ পর্যন্ত রাজা পুলিশের কোনও আধিকারিকের প্রকাশ্যে মুখ খোলার সাহস দেখাও পাবেননি। অনেক অফিসারই প্রতিবাদী কল্যাণ সংবাদ ভবনে আক্রমণের ঘটনার আগে শাসক দলের পরিচিত অপরাধীদেরও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তাদের মুখ এখন তালাবান। কারণ যে সম্মানটুকু ছিল, এটি এখন নাই বলেই। অভিযোগ সারাগ্রন নারিকের

কোট টাকার ড্রেন নির্মাণে দশ নম্বর কাজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আমবাসা, ৯ জানুয়ারি ১১
আমবাসা বাজারে ৮নং জাতীয়
সড়কের দুই পাশে নির্মিত হচ্ছে
পাকা ড্রেন। ন্যাশনাল হাইওয়ে
ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্পোরেশন
লিমিটেড সংক্ষেপে
এনএইচআইডিসিএল নামক



ক্রেড়ায় সুখের তত্ত্বাবধায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত হচ্ছে এই বিশাল টাঙ্গা নির্মাণ। যার চাকার হিসাবে গার্গজে পত্রে রয়েছে আগতদারের জীবন মানব বনের নাম, কিন্তু বাস্তবে এই নাম অস্তিত্বহীন। বাস্তবে এই কাজ করাচ্ছে অন্য টাঙ্গাদার। যা সরকারি নিয়মনিয়তি বিপ্লব তথা বেআইনি। এরই বেআইনি ঘটনা সম্পর্কে এন এই চ আই ডি সি এল এ জার্নালিস্টগণ-সহ মহাকাশাসক, অর্থশাসক এমনকী আমবায়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নির্মীত কমিটি সকলেরই জানা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে সকলেই এই কোটি টাকার কাজে বেআইনি কার্যকলাপকেই বেতহা দিয়ে

লেখালেখালে পরিণাম যা হবার তাই। পুরোনো ড্রেনের কয়েক লক্ষ টাকা মারিথ থেকে শুরু করে নতুন ড্রেন নির্মাণে বারবার উঠছে অনিয়মের অভিযোগ। কখনো কয়েক পশলা অকাল বর্ষণে ড্রেনের সাইড ওয়াল ভুগুতিত হওয়া আবার কখনো সাপ্লাইয়ের জলের তোড়েই নিচের



ঢালাই ভেসে যাওয়া, বারবার নির্মাণের গুণগতমানকে উল্লঙ্গ করেছে জনসমক্ষে। আর প্রতিবার ঠিকাদার ও এনএচআইডিসিএলের রক্ষাকবচ দুর্নীতিবাজের অবতীর্ণ হয়েছে বাজার কমিটির সর্বজনীন পচ্ছাধিকারী। দশ নম্বর কাজে ক্ষুদ্র বাজার বাবুসারীরা চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে অমৃত কাননে। কিন্তু যমত বাচনের রহস্য সবার নিকট গোপন সিংক্রিত হয়ে যাওয়া এই রবিবাসরীয়ে তা আর দুনীতিবাজের জন্য ফলদায়ক হলে না। ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের মুখে প্রায় চল্লিশ মিটার দীর্ঘ ড্রেনের নিচের ঢালাই তুলে নিতে বাধ্য হল ঠিকাদার। বলা যাত

নূরুলের সকল সীমা পার করা এই
চলাই যখন
এইচআইডিসিএলর ইঞ্জিনিয়ার
তথা সাইড ম্যানজারকে
ন্যায়ে-গোবরে অবয়য় ফেলে দেয়
তখন খুব ম্যানজার সেই চলাই
তুলে নেওয়ার পাশাপাশি কাজের
সাইড থেকে মেটে বর্গের রাবিয়
পুরুষ কব্জিও অন্যত্র পাঠিয়ে
সমস্ত তিনটি সামল দেয়। উল্লেখ করা
যায় যে, আমসালা বাজারের সহ
ভারাইটিজের সামনে প্রায় ৪০
মিমির দীর্ঘ এই চলাই করার
যায় ঘটনার বেশি সময় থেকে যখন
চলো হচ্ছিল তখনো তা বুঝুরে
অবস্থাতেই ছিল অর্থাৎ জমাট
বাঁধনি। অথচ এক নম্বর সে অস্থির
দু'মন্ডরি চলাইয়ের ক্ষেত্রেও তা
জমাট বাঁধতে চার ঘটনার বেশি
লাগার কথা নয়। আর এটাই প্রমাণ
করে কাজের মান ঠিকোনা পর্যায়
চলবে। বিবাকর দুপুরে যখন স্থানীয়
মাসাবািয়রা এই কাজ নিয়ে
ঠিকাদারের ম্যানজার এবং
এনএইচআইডিসিএলর সাইড
ম্যানজারকে ঘিরে ধরে তখন
তাদের রক্ত কব্জ উদয় হয়েও
ক্ষোভের তাপে নির্বিধি হয়ে আড়ালে
অদৃশ্য হয়ে পলা যায়। উপস্থিতি
মাসাবাদিসের জগৎ থেকে তদারক
সাইড ম্যানজারের নিকট এই
কাজের তিনটিমোট সিডিল দেখতে
চাইলে তিনি জানায় যে, ইস্টিমেট
সিডিলের কপি বাজার কমিটির
সম্পাদককে দিয়েছেন এখন
মাসাবাদিসরা তা দেখতে চাইলে
দফতরের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ
করুন ● এপ্রদর নিয়েই পাতার

আসার জন্য বলে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সৃজিত সরকার পলনাগর করে। সারা থানা জুড়েই এইচি পড়ে যায়। সে থানার বিপরীতে ফায়ার সার্ভিসের শনি মন্দিরের উপরে উঠে যায়। সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে। পেরে কিছু সময় অপেক্ষা করে পরে সাধারণ মানুষ পুলিশের সহায়তায় তাকে আবার আটক করেন। লোক-আপার পাঠাতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় মর্মান্বসে থানার পুলিশের কর্তব্যে অবহেলার আবার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

আইপিএফটি ও গুজ্ঞন

মন্ত্রী ও বিধায়কের

বৈঠক বয়কট

প্রতিভা কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি । আইপিএফটি'র কেন্দ্রীয় কার্যক্রম কনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না দলের সুপ্রিয় এমসি দেববর্মা, বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়া। আগরতলা মন্ত্রী ক্লাবে দেববর্মণ এই বৈঠকে কেন্দ্র এমসি দেববর্মা ও প্রেম কুমারের অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুজ্ঞন চলছে। বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক মোরার কুমার জমতিয়া, সহকারী সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা- সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। দলের ৬৩নং বিধায়কের মধ্যে চারজন এই দু'জন মন্ত্রীর মধ্যে একজন উপস্থিত। এরপর দুইয়ের পাঠ্য

উপস্থিত ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সুশান্তের আগাম বক্তব্যে অস্বস্তি বাড়লো রতনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত তিনিই আগে জানাতেন। তিনি আইন তথা শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ২০১৮ সালে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর জানানো হয়েছে— সরকারের সিদ্ধান্ত তথা ভাবনা তুলে ধরবেন মন্ত্রী প্রঞ্জিৎ সিংহ রায়। পোশাকি নাম রাজ্য সরকারের মুখপাত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে। যেহেতু মুখপাত্র হিসেবে কোনও নতুন করে পদ বা নেমপ্লেট ছিল না সেই কারণে কোনও তর্কযুদ্ধ ছাড়াই কিংবা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সরকারের কথা বলতে শুরু করেছেন রতন লাল নাথ। একেবারে ফর্মে তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর পরের সারিতেই যেন তার অন্যতম গুরুত্ব। সরকারের যেকোনও কথা তার মুখ দিয়েই বের হতো। এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে গেছেন। করোনা আপডেট কিংবা করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো আইন ও শিক্ষা মন্ত্রীই বরাবরই বলতেন। তারপর কি হলো সকলের জানা। রতন লাল নাথের জায়গা দখল করে নিলেন স্বাভাবিক কারণে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী। যেহেতু সুশান্ত চৌধুরীর আগে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের মাধ্যমে যে কথাগুলো রাজ্যবাসীর কাছে জানানোর দরকার সেই কথাগুলো বলতেন রতন লাল নাথ। তথ্য দফতরের দায়িত্ব নিয়ে এবার সরাসরি সরকারের মুখপাত্র হয়ে গেলেন সুশান্ত চৌধুরী। রবিবার সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন, যেসব স্কুল-কলেজে পরীক্ষা আছে সেখানেই পরীক্ষা চলবে। অন্যান্য স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। কিন্তু আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল ব্যতিত সব স্কুল খোলা। যেসব স্কুল সিরিএসই’র তালিকাভুক্ত ওইসব



স্কুলগুলিতে পরীক্ষা শেষ। অর্থাৎ শিশুবিহার-সহ হাতেগোনা কয়েকটি। আর সব স্কুলেই তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি ৯টা থেকে সাড়ে এগারোটো এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাড়ে বারোটো থেকে তিনটে অবধি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শুধু তাই নয়, পরিকাঠামো, বেষ্ট এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংকটের কারণে স্কুলগুলোতে যে কক্ষে স্কুল স্তরের পরীক্ষা চলছে ওই কক্ষে একটি বেষ্ট দু’জন পরীক্ষার্থীকে বসানো হচ্ছে। অর্থাৎ পাশাপাশি দু’জন পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও লম্বা সারির বেষ্টগুলোতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষার্থীকে পর পর বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে শিক্ষক সংকট এবং বেষ্টের অভাব কাটানো সম্ভব। মহাকরণে বসে তথ্যমন্ত্রী যখন বললেন, পরীক্ষা ছাড়া অন্যান্য স্কুল, কলেজ বন্ধ তখন স্কুল প্রধানরা

পড়েছেন মহাবিপদে। কারণ, তাদের স্কুলে সোমবারও পরীক্ষা আছে। সোমবার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা। তাহলে পরীক্ষার কারণে স্কুল খোলা। যেহেতু খুব কাছাকাছি, সোজা বাংলায় সামাজিক দূরত্ব না মেনেই পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে গত ৮ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে, নতুন বিধি লাগু হওয়ায় কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে? আবার তথ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন তাতে অস্বস্তি বাড়ালো শিক্ষামন্ত্রীর। কারণ, তথ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রধানশিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক, স্কুল শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন স্কুলে হোয়াটসঅ্যাপগ্রুপ আছে। সেখানেই বলে দেওয়া হয়েছে সোমবার নাকি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দফতরের অধিকর্তাদের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক আছে। তারপরই সিদ্ধান্ত। তাহলে তথ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য?

কতজন পরীক্ষার্থীকে বসানো যাবে তা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। এতদিন শিক্ষক এবং বেষ্টের অভাবে একটি কক্ষে অনেকজন পরীক্ষার্থীকে বসানো হতো। তাতে সমস্যা ছিল না কারণ, পর পর শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের এক সারিতে বসানো হয়। একজনের উত্তরপ্রদে দেখে অন্যজনের লেখার সুযোগ নেই। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এই দৃশ্য আতঙ্কেরও। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য কিছু বলেননি। তিনি কিছু বলবেন কিনা সংবাদমাধ্যমকে তা সোমবারই জানা যাবে। শিক্ষা দফতরের অফিসে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং রাজ্য শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন স্কুলে হোয়াটসঅ্যাপগ্রুপ আছে। সেখানেই বলে দেওয়া হয়েছে সোমবার নাকি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দফতরের অধিকর্তাদের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক আছে। তারপরই সিদ্ধান্ত। তাহলে তথ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য?

শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের অংশ হিসাবে রাজ্যভিত্তিক শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। ত্রিপুরা স্টেট দ্বৈত শ্রেণি বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা স্টেট ফোরাম আয়োজিত এই শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা। সারা রাজ্য



থেকে ৩৪টি প্রজেক্ট নিয়ে শিশু বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছে। তাতে জাতীয় স্তরে নির্বাচিতদের প্রজেক্টগুলোই পাঠানো হবে। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ছিল এই আয়োজন। এই

পর্বে উপস্থিত ছিলেন শিশির শঙ্খ বণিক, পরিতোষ সাহা, মিহির বিজয় ভৌমিক, সৌরভ চক্রবর্তী, রামধন দেব, পান্না চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। ১০টি প্রজেক্ট জাতীয় স্তরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

আজ রাতের ওয়ুথের দোকান ইন্সটান মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

টিজিটিএ’র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইবি রোডের রাজ্য পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। অফিস লেনস্থিত ত্রিপুরা সরকারি গ্রুপ ডি কমিটারী সমিতির প্রেক্ষাগৃহে এদিন শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে সমিতির সভাপতি পুলিন ত্রিপুরা, প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ সরকার, টিইসিসি’র সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিলীপ সরকার বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সর্বস্বাধা ডেকে এনেছে। অঙ্গনওয়াড়িস্তর থেকে

শুরু করে বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করে গোটো শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান অবনমিত করেছে। শুধু তাই নয়, গোটো বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির মেরুগুণ হিসেবে পরিচিত শিক্ষকদের বেতনে কোপ বসানো হয়েছে। কম চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের প্রচেষ্টা রীতিমতো শিক্ষা ব্যবস্থায় ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত বানার্জী সম্পাদিকা খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। তার উপর আলোচনা হয়। তাতে টিআরবিটি এদিনের সভায় আলোচনা হয়। এদিন ১১৯জন রাজ্য পরিষদের সদস্য-সদয়া উপস্থিত ছিলেন।



বসে নয় হেঁটে প্রতিবাদ আশিসের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। এবার আর বসে নয়, সার্কিট হাউস চত্বরে হেঁটে হেঁটে প্রতিবাদ জানালেন সদ্য বরখাস্ত বিধায়ক আশিস দাস। এদিন তিনি শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে একাই প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। আগেরদিনও সার্কিট হাউসের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বসে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন আশিস। এভাবে বেশ কয়েকদিন গ্রেফতার হওয়ার পর রবিবার আর গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বসেননি আশিস। তিনি শরীরে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে হেঁটে হেঁটে প্রতিবাদ করলেন। আশিস জানান, আমি একাই শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। পুলিশ কিভাবে এখন গ্রেফতার করে, আমি দেখতে চাই। করোনার নিয়মনীতি মেনে আমি মুখে মাস্ক ব্যবহার করছি। সব ধরনের নিয়মনীতি মেনে চলছি। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করোনার নিয়মনীতিগুলি মেনে না। তিনি

এরপর দুইয়ের পাতায়

শিক্ষা বাঁচাও কর্মসূচির ব্যানারে ‘ভুল শব্দ’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। শিক্ষা বাঁচাও ভবিষ্যৎ বাঁচাও, শিক্ষা বাঁচাও দেশ বাঁচাও এই ভাবনাকে সামনে রেখে জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টারের উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। সিটি সেন্টারের সামনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সেলিম শাহ, ফোরামের আহ্বায়ক ড. মিহির লাল রায়-সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনায় বক্তারা সরব হয়েছেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তারা সাম্প্রতিককালের কয়েকটি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টারের আহূত এদিনের প্রতিবাদের সভা সিটি সেন্টারের সাক্ষেলার সাথে শেষ হয়। বিদ্যাজ্যোতির নামে বেসমামুলিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার তীব্র প্রতিবাদ এই সভায় জানানো হয়েছে। এই সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা

কক্ষবন্দি পড়ুয়ারা, ‘অসুর’র ভূমিকায় বড় সমন্বয়-সাধক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অসুর’ উদয় হলো। একটি কক্ষে পড়ুয়াদের নিয়ে রীতিমতো সমন্বয়-সাধক হুমকি দিয়ে বলেছেন, আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। ৫ জানুয়ারি পরীক্ষা সূচি ঘোষণা করে ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি অনেকেই মানতে নারাজ। মাত্র ৫ দিনের সময়ে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়েই সমস্যা। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা অসহায়। কারণ যাকে সমন্বয়-সাধক করতে বলেছে, তার ভূমিকা অসুরের মতো। প্রতিবাদী কলম-এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে পড়ুয়াদের কথাগুলো নিয়ে। ৫ জানুয়ারি পরীক্ষা সূচি ঘোষণার পর ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে অনেকের। পরীক্ষা সূচি ঘোষণার এক মাস সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার যে দাবি করা হয়েছে তাতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছেন কেন্দ্রীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত সমন্বয়-সাধক। তিনিই আবার বর্তমান সরকারের কাছের লোক। এই পরিস্থিতিতে তিনি কারা সংবাদমাধ্যমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর পৌঁছে দিয়েছে তার জন্য হুমকি দিচ্ছেন পড়ুয়াদের। তাদের একটি কক্ষে আটকে রেখে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে জোর করে। তাতে পড়ুয়াদের একটি বয়ানে স্বাক্ষর রাখা হয়। যে বয়ানটি লিখেছে কর্তৃপক্ষ। সেই বয়ানে উল্লেখ আছে, পরীক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের কোনও আপত্তি নেই। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ বয়ান লিখে দিয়ে পড়ুয়াদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ওই সমন্বয়-সাধক, একাংশে ফ্যাকাল্টি এবং অতিথি অধ্যাপকরা রীতিমতো পড়ুয়াদের বাধ্য করছে ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষায় বসতে। যা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলে এই সময়ের মধ্যে, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিককালের ভূমিকা নিয়ে কোনও কোনও মহল

থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলোও এই সময়ের মধ্যে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যা রীতিমতো উদ্বেগের। শুধু তাই নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতেও পড়ুয়াদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে রীতিমতো। অর্থাৎ পড়ুয়াদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বয়ান লিখে দিয়ে সেখানে পড়ুয়াদের হুমকি দিয়ে স্বাক্ষর করার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগেরই নয়, ভয়ঙ্কর অন্ধকার ভবিষ্যতও ইঙ্গিত করছে। গত কয়েক বছর ধরে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটে চলেছে তা রাজ্যের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ন্যায্য কলঙ্কের অধ্যায় রচিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সূচি নিয়ে তীব্র আপত্তি উঠলেও পরীক্ষা সূচি বদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ। তথাকথিত সমন্বয়-সাধক অসুরের ভূমিকায় থাকলেও তার বিরুদ্ধেও পড়ুয়ারা গর্জে উঠেনি। সব মিলিয়ে নীরবতায় শুরু হচ্ছে পরীক্ষা। গর্জন শুধু অন্তরে অন্তরে।



ও শিক্ষাকর্মীদের উপর যেভাবে অনৈতিক রদলি চাপিয়ে নানাভাবে দমন পীড়নেরও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা তুলে দেবার চেষ্টা শুরু হয়েছে অভিযোগ করে জয়েন্ট ফোরাম এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক অভূত পরিবেশের সৃষ্টি করে ত্রিপুরা বোর্ডের সার্বিক কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বোর্ডের গঠন তন্ত্রের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। ফোরামের আহ্বায়ক ড. মিহির লাল রায় তার বক্তব্যে

এই অভিযোগগুলি এনে বলেন, সরকারকে রাজ্যের স্বার্থে এই সমস্ত শিক্ষা বিরোধী কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। একই সাথে ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সেলিম শাহ। এদিকে, জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টার এই কর্মসূচির

আয়োজন করলেও তাদের ব্যানারের ফোরাম শব্দটি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ‘ফোরাম’ হয়ে গেছে। যদিও বিষয়টি উপস্থিত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। শিক্ষা বাঁচাও কিংবা দেশ বাঁচাও ভাবনায় এই ধরনের কর্মসূচির মাঝেও এই ধরনের বিষয়গুলো দৃষ্টিকটু বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্টরা। জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টার নানা বিষয়ে আন্দোলন জারি রেখেছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কংগ্রেসের সভ্যপদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুরু হলো কংগ্রেসের সভ্যপদ অভিযান কর্মসূচি। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এ কর্মসূচির সূচনা করেন পিসিসি সভাপতি বীরজিং সিনহা। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ৩১ মার্চ অবধি এ সভ্যপদ অভিযান কর্মসূচি চলবে। যেহেতু কংগ্রেসের সভ্য হতে পারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। তাতে



দলের প্রকৃত সভ্যসংখ্যা জানা যাবে। কম হলেও এ সংখ্যা প্রকৃত সভ্য সামনে তুলে ধরবে বলেও জানান বীরজিং সিনহা। তিনি আবারও জানিয়েছেন সকলের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা আছে। তিনি দাবি করেন এসময়ে

অনেকেই কংগ্রেসের সাথে

যোগাযোগ করছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যাবে বলেও জানান পিসিসি সভাপতি বীরজিং সিনহা। জেলা, ব্লক স্তরেও শুরু হয়েছে কংগ্রেসের সভ্যপদ অভিযান কর্মসূচি।

প্রতিবাদী কলম খবর নয়, মেনে বিক্ষোণ 7085917851

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০১

4	8		2	5	
	7	2	8		9
9	3	5	1	8	7
3		6	7		4
2	9			3	
			2		6
	4	1	2	5	
	2		1		4
6	8		4	7	

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : দিনটিতে সমস্ত কাজ ঝামেলা ছাড়াই সৃষ্টিভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন। অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি অতি শুভ। চাকরিজীবীরা কৌশলী থেকে এক মহৎ ও উদার মনের পরিচয় দিয়ে আশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলুন।
বৃষ্টি : দিনটিতে প্রেমের ক্ষেত্রে মান অভিযান চলতে পারে। প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। খেয়ালের বশে ছেলে মানুষী কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করবেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে সবকাজই সুন্দরভাবে শেষ হবে। অর্থ লাভ যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দূরে থাকি ভাল।
ধনু : দিনের কাজ দিনে শেষ করাই ভাল। কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের কারণে যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজকের দিনে মিটে যেতে পারে। নতুন প্রেমের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। অত্যধিক কাজের চাপে আপনাকে দিশেহারা করে তুলবে।
মকর : দিনটিতে পারিবারিক কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। শিক্ষামূলক কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য বিশেষভাবে শুভ। দাম্পত্য জীবন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট শান্তি বিরাজ করবে।
কুম্ভ : রোমাণ্টিক যোগাযোগ বাড়তে পারে। প্রেমিক জাতকের। সম্ভাব্য কারণে মন বিচলিত হতে পারে। আপনার কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রেমের ব্যাপারে মনোমালিন্য পরিহার করুন, অর্থাৎ গাণ্ড।
মীন : দিনটিতে চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সহকর্মীরা কেউ যড়যন্ত্র করলে তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। দিনটিতে অসমাপ্ত কাজকর্ম গুছিয়ে আনতে পারবেন ও কর্মস্থলে কাজের মাত্রা বেড়ে যাবে। তবে ধর্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ আসতে পারে।

মেষ : দিনটিতে সমস্ত কাজ ঝামেলা ছাড়াই সৃষ্টিভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন। অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি অতি শুভ। চাকরিজীবীরা কৌশলী থেকে এক মহৎ ও উদার মনের পরিচয় দিয়ে আশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলুন।
বৃষ্টি : দিনটিতে প্রেমের ক্ষেত্রে মান অভিযান চলতে পারে। প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। খেয়ালের বশে ছেলে মানুষী কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করবেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে সবকাজই সুন্দরভাবে শেষ হবে। অর্থ লাভ যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দূরে থাকি ভাল।
ধনু : দিনের কাজ দিনে শেষ করাই ভাল। কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের কারণে যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজকের দিনে মিটে যেতে পারে। নতুন প্রেমের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। অত্যধিক কাজের চাপে আপনাকে দিশেহারা করে তুলবে।
মকর : দিনটিতে পারিবারিক কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। শিক্ষামূলক কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য বিশেষভাবে শুভ। দাম্পত্য জীবন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট শান্তি বিরাজ করবে।
কুম্ভ : রোমাণ্টিক যোগাযোগ বাড়তে পারে। প্রেমিক জাতকের। সম্ভাব্য কারণে মন বিচলিত হতে পারে। আপনার কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রেমের ব্যাপারে মনোমালিন্য পরিহার করুন, অর্থাৎ গাণ্ড।
মীন : দিনটিতে চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সহকর্মীরা কেউ যড়যন্ত্র করলে তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। দিনটিতে অসমাপ্ত কাজকর্ম গুছিয়ে আনতে পারবেন ও কর্মস্থলে কাজের মাত্রা বেড়ে যাবে। তবে ধর্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ আসতে পারে।

কর্মসংস্থানের আশ্বাস প্রতিমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ জানুয়ারি ।। কিছুটা দেরিতে হলেও প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মুজিবর ইসলাম মজুমদারের বাড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি রবিবার সন্ধ্যায় সোনামুড়ার দুর্গাপুরস্থিত প্রয়াত নেতার বাড়িতে আসেন। মুজিবর ইসলাম মজুমদারের পরিজনদের সাথে কথা বলে সমবেদনা জানান। পাশাপাশি প্রতিমা ভৌমিক সংবাদমাধ্যমের সাথেও কথা বলেন। তিনি বলেন, যেকোনও মৃত্যুই সবাইকে কষ্ট দেয়। আর অকাল প্রয়াণ আরও বেশি দুঃখজনক। মুজিবর ইসলাম মজুমদার একজন মিস্তিভাষী সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিমা ভৌমিক বলেন, তিনি যখন প্রথমবার ১৯৯৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিলেন ওই সময় মুজিবর ইসলাম মজুমদারও ধনপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এর আগে থেকেই তার সাথে সম্পর্ক ছিল। সময়ের সাথে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।



মুজিবর ইসলাম মজুমদারের মৃত্যু সবাইকে কষ্ট দিয়েছে। তিনি

আশ্বাস দেন পরিবারটিকে নিয়ে মুখামন্ত্রী

যাতে পরিবারটাকে রক্ষা করা যায়। মুখামন্ত্রীর সাথে তিনি নাকি আগেও এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন। পুনরায় তিনি কথা বলবেন মুজিবর ইসলাম মজুমদারের দুই সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ এবং প্রয়াতের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের বিষয়ে। এক কথায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মুজিবর ইসলাম মজুমদারের স্ত্রীর সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমা ভৌমিকের কথা অনুযায়ী মুজিবর ইসলাম মজুমদারের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্যই এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। চিকিৎসাবীন অবস্থাতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। রাজ্যে উপস্থিত না থাকার কারণেই তিনি এতদিন সোনামুড়ায় আসতে পারেননি বলেও প্রতিমা ভৌমিক জানান। রবিবারই তিনি রাজ্যে ফিরেছেন এবং আগরতলা থেকে সোজা সোনামুড়ায় চলে আসেন।

বহিষ্কৃতদের কোণঠাসা করতে সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি ।। ১৪০৮বাং সনে প্রথম বৈষ্ণব মহামন্ডলীর কমিটি গঠন করা হয়। সেই সময় থেকে সকলে মিলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে জড়িত রয়েছেন। তবে গোমতী জেলা বৈষ্ণব মহামন্ডলী কমিটির মধ্যে বহিষ্কৃত বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। বিগত কয়েকদিন আগে বহিষ্কৃত বৈষ্ণবরা কিছু সংখ্যক বৈষ্ণবদের নিয়ে একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাই রবিবার উদয়পুর গোমতী জেলা কমিটির বৈষ্ণব মহামন্ডলীর সকল সাধু এবং



বৈষ্ণবদের নিয়ে উদয়পুর চন্দ্রপুরস্থিত চন্দন ভৌমিকের বাড়িতে একটি বৈষ্ণব সম্মেলন করা হয়। পরে বৈষ্ণবরা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আগের ঘটনার পরিস্থিতিতে ঘোষণা করা হয় যে তাদেরকে অস্বীল আচরণের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। গোমতী জেলা বৈষ্ণব মহামন্ডলীর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। পুরাতন যে কমিটি পাঁচ বছরের জন্য গঠন করা হয়েছিল তা স্থায়ীভাবে এখনো চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে বলে জানান গোমতী জেলা বৈষ্ণব মহামন্ডলীর সভাপতি নারায়ণ ভৌমিক এবং সম্পাদক চন্দন ভৌমিক।

কাঠগড়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ।। ঘটনাক্রমে ধরে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করলেও দেখা মিলল না চিকিৎসকের। ঘটনা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় চড়িলাম উত্তরমুড়া এলাকার বাসিন্দা মিঠুন হোসেন তার স্ত্রী কুলসুম বেগমকে বাইকে করে আগরতলায় চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিল। এমন সময় অফিসটিলা এলাকায় মিঠুনের বাইকের সাথে সংঘর্ষ ঘটে একটি গবাদিপশুর। এতে আহত হয় মিঠুনের স্ত্রী। তৎক্ষণাৎ এলাকাবাসীরা ওই মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। মহিলার ডান হাতটি ভেঙে যায় বলে জানান তার স্বামী। প্রায় ঘটনাক্রমে ধরে ওই মহিলা ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে বসে যন্ত্রণায় কাतरালেও চিকিৎসকের দেখা মেলে নি বলে অভিযোগ। আহতের স্বামী অনেক দৌড়ঝাঁপ করার পর চিকিৎসক মাত্র প্রতি বেলায় থাকছেন ছিলেন বলে জানান আহতের স্বামী। পরে কোনরকম চিকিৎসা করে রেফার করে দেওয়া হয়

হাঁপানিয়া হাসপাতালে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক সঙ্কট থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজ



পর্যন্ত এর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। গোটা মহকুমার হাসপাতাল এটি কিন্তু চিকিৎসক মাত্র প্রতি বেলায় থাকছেন একজন। তাকেই রাউন্ডে যেতে হয় ইমার্জেন্সি ছেড়ে। কোন না কোন কারণে যদি দুইজন থাকে,

তবে বেশিরভাগ সময়ই হাসপাতালে চিকিৎসক দেখা যায় একজন। এই নিয়ে বহুবার হাসপাতালে লঙ্ঘাকাণ্ড ঘটেছে।

হাসপাতাল ভাঙুর পর্যন্ত করা হয়েছে পরিষেবা নিয়ে। ফের রবিবার একই অভিযোগ করলেন আরেক রোগীর পরিবার। এখন দেখার বিষয় এ ধরনের সমস্যাগুলি নিরসনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রাস্তায় উল্টে গেলো গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি ।। পেছনের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কে। বিকট আওয়াজে সড়কে উল্টে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টিআর

দূরত্বে চেঁচুড়ীমাই এবং পশ্চিম বড়জলার মাঝামাঝি জাতীয় সড়কে। বিকট আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী।



০১এম ১৫৫৯ নম্বরের লোহার রড বোঝাই একটি বোলেরো গাড়ি। ঘটনা সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার অফিস থেকে ঢিল ছোড়া

গাড়িটিতে চার টন লোহার রড ছিল বলে জানায় গাড়ির চালক আফিজ মিয়া। গাড়িটি লোহার রড নিয়ে আগরতলা থেকে জেলাইবাড়ি

যাওয়ার পথে চেঁচুড়ীমাই এলাকায় এসে চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তবে এলাকাবাসী জানিয়েছে গাড়িটিতে ২ জন যাত্রীও ছিল। যদিও কারোই কোনো ক্ষতি হয়নি। এলাকাবাসী দৌড়ে এসে যাত্রীদেরকে উদ্ধার করে গাড়ি থেকে। তবে দিনের বেলায় এই স্থানে যদি দুর্ঘটনা ঘটতো তাহলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হত বলে থামের মানুষ জানিয়েছে। কারণ দিনের বেলা এই স্থানে প্রচুর লোকের সমাগম থাকে। তখন ক্ষয়ক্ষতি আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সাতসকালে এই দুর্ঘটনায় হতবাক গ্রামের মানুষ। গাড়ি থেকে লোহার রড গুলো নামিয়ে গাড়িটিকে জাতীয় সড়ক থেকে সরানোর ফলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অভিযানে নেমে বিপাকে অফিসাররা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ।। মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযানে নেমে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রশাসনের অফিসাররা। মাস্কের জন্য জরিমানা করতে গেলেই অফিসারদের গুনতে হয় কেন নেতাদের জরিমানা করতে পারেন না তারা। প্রকাশ্যে মাস্ক ছাড়া নেতারা ঘুরলেও কেন জরিমানা করেন না। রবিবার সরকারি ছুটির দিনেও পোস্টঅফিস চেম্বারিনিতে মাস্কের জন্য অভিযানে নামে সদর বাইক থামিয়েও জরিমানা করা হয় অনেককে। জরিমানার জন্য দাঁড় করানো হয় এক প্রবীণকেও। তিনি জানান, সব সময়ই মাস্ক পরে। কিন্তু চশমা ছাড়া বাইক চালাতে পারেন না। পাশাপাশি সড়ে মাস্ক দিলে চোখে দেখতে সমস্যা হয়। এই কারণে বাইক চালানোর সময় মাস্ক

নাক থেকে নামিয়ে রাখেন। অটো থেকে এক চালককে নামিয়েও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি জানান, সারাদিন অটো চালিয়ে ২০০ টাকা রোজগার করতে পারি না। কিন্তু জরিমানা দিতে হয়েছে এই টাকা।

আমাদের মত গরিব মানুষ মাস্ক পর্যন্ত ঠিকভাবে কিনতে পারি না। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরিমানা করে একটি মাস্ক পর্যন্ত দেওয়া হয় না। অন্যদিকে মাঝ বয়সি এক মহিলা জানিয়েছেন, মাস্কের জন্য অভিযান

হবে তিনি জানেন না। সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলে কোথাও এই ধরনের সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখেননি। এভাবেই মাস্ক এনফোর্সমেন্ট গিয়ে নেতাদের কারণে হেনস্থা হতে হয় প্রশাসনের অফিসারদের।



অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় সমস্যায় রোগীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ জানুয়ারি ।। রাজ্যে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রোগীদের। ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মূর্খ রোগীদের পরিষেবা দিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে রোগীরা। সারা রাজ্যের সাথে জেলাইবাড়িতে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রোগীদের। রবিবার জেলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা প্রদানকারী ১০২ অ্যাম্বুলেন্স চালক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয় জানান গত ৬ জানুয়ারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজ থেকে খবর আসে পরিষেবা বন্ধ রাখার জন্য। ঠিক কি কারণে এই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী এই পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে রোগীদের। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ নাগরিকরা ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পেয়ে আসছিল। অনেক গরিব পরিবারের রোগীরা এই পরিষেবার সুবিধা সময়মতো নিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়াই বিপাকে পড়তে হচ্ছে রোগীদের।

হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৯ জানুয়ারি ।। সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, হাসপাতালের একাংশ চিকিৎসক মনাফা আদায়ের জন্য নিজের চেম্বার নিয়ে বেশি সময় চালকের আসনে কেলে সূজন মিয়ায় গিয়ে রোগীরা পরিষেবা পাচ্ছেন না। গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছ থেকে চড়া হারে ভিজিট নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। এক কথায় হাসপাতালের ভেতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়ছে। এছাড়া হাসপাতাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু মহকুমা হাসপাতালটি মেলাঘরে তাই স্থানীয় রোগীরা যেকোনও সমস্যায় সোনামুড়া হাসপাতালেই ছুটে আসেন। কিন্তু তারা ঘটনার পর ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকেন চিকিৎসকের অপেক্ষায়। হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন রোগীদের ভিড় দেখা যায়। অনেকেই নাজহালা হয়ে খালি হাতেই বাড়ি ফিরে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের মনে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় সোনামুড়ার পাশাপাশি অন্যান্য

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে গিয়েও বিশেষ কোনও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বেশিরভাগ মানুষ সোনামুড়া হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু সেখান থেকেও তারা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

২০ বাংলাদেশি জেলে সহ নৌকা হস্তান্তর করলো ভারত

মাদ্রাস বিল্লাহ, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি ।। ভারতীয় কোস্ট গার্ড জাহাজ সরোজিনী নাইডু ২০ জন বাংলাদেশি জেলে-সহ 'আল্লাহর দান' নামক একটি মাছধরা নৌকাকে সফলভাবে ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানায় প্রত্যাবাসন করেছে। রবিবার নৌকাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে কোস্ট গার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলার কাছে হস্তান্তর করে। ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে। ইঞ্জিন বিকল হওয়ার কারণে উল্লেখিত বোটটি সমুদ্রে ভেসে যায় এবং ভারতীয় জেলেরা সেটি দেখতে পায় বলে জানা গেছে। ভারতীয় জেলেরা মানবিক কারণে নৌকাটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় এবং এরপর দুইয়ের পাতায়

চিকিৎসকের ভুলে শয্যাশায়ী মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি ।। চিকিৎসকের ভুলে বিছানায় শয্যাশায়ী এক মহিলা। এমনই এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে আসলো বিশালগড় নোতাজিনগর এলাকা থেকে। স্থানীয় বাসিন্দা শিখা রানি সাহা বেশ কয়েকমাস ধরে কোমর ব্যথায় ভুগছেন। পরবর্তী সময় তার ছেলে প্রসেনজিৎ সাহা খোলাবাজার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কামে এনে মাকে দেয়। কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ কামে সে মাহিলার ব্যথা কমেনি। বরং সময়ের সাথে ব্যথা বেড়ে যায়। মহিলার ছেলে প্রসেনজিৎ সাহা পরবর্তী সময় মাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন একজন চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে আসেন। প্রসেনজিৎ সাহা র কথা অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায় ওই চিকিৎসক তার মায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ লিখে দেন। পাশাপাশি ওষুধ সেবনের ১০দিন পর পুনরায় আসতে বলে দেন।

যথারীতি ১০দিন পর শিখা রানি সাহাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুনরায় তাকে বিভিন্ন ওষুধ লিখে দেন চিকিৎসক। অভিযোগ, সেই চিকিৎসকের লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়ার পর থেকে শিখা রানি সাহা র মুখে এক প্রকার



যা হয়ে যায়। পরে প্রসেনজিৎ তার মাকে এই অবস্থায় আরেকজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় চিকিৎসক নাকি আগের ব্যবস্থাপত্র দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। কারণ ব্যবস্থাপত্র একটি ওষুধ প্রতিদিন একটি করে খাবার কথ্য লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয়

চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী ওষুধটি প্রতি সপ্তাহে একটি করে খাবার প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই নাকি মহিলার মুখে খার সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, শিখা রানি সাহাকে ল্যাবে নিয়ে

অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেছে, তার লিভারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই তিনি এখন শয্যাশায়ী। রবিবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিৎ সাহা এবং শিখা রানি সাহা দু'জনেই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

পাঁচ মাস পর অভিযুক্ত গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৯ জানুয়ারি ।। পাঁচ মাস আগে পাচারকারীদের গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিল্লব দাস। সেই ঘটনা ২০২১ সালের ২৭ আগস্ট রাত ১১টা নাগাদ ঘটেছিল। পরবর্তী সময় কলমচৌড়া থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার অভিযুক্ত পলাতক ছিল। অবশেষে পুলিশ সেই অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ২৭ আগস্ট রাতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক একটি



সদেহভাজন গাড়ির পেছনে ধাওয়া করছিলেন। পাচারকারীদের গাড়িটি এসআই দুর্গাকুমার রাষ্ট্রালের মতোই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিল্লব দাসকে পিষে মারার চেষ্টা করেছিল। পাচারকারীর গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন তিনি। অভিযুক্ত চালক ঘটনার পর সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রথমে পুলিশ আঁচ করতে পারেনি গাড়ির চালকের আসনে কেলে ছিল। পরবর্তী সময় গাড়ির মালিক ডালিম মিয়া র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। পাশাপাশি পুলিশ জানতে পারে ঘটনার মূল অভিযুক্ত গাড়ির চালক মহম্মদ মুক্তি হোসেন। তাই তার নামও মালায় অভিযুক্তের তালিকায় যুক্ত হয়। ভারতীয় দপ্তরির ২৯৯, ৩০২, ৩০৭, ৩৫৩ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ মুক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। বারবার তার বাড়িতে গিয়ে পুলিশকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। অভিযুক্ত চালকের পরিজনরা অবশ্য পুলিশের কাছে দাবি করেছিল মুক্তি এই ঘটনার সাথে জড়িত নয়। তাদের অভিযোগ, এলাকার রবিউল হোসেনের ছেলে সূজন মিয়া মূল অভিযুক্ত। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে মহম্মদ মুক্তি হোসেন সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী অভিযুক্ত চালক একটা সময় বাংলাদেশে পাড়ি দেয়। রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশ জানতে পারে মুক্তি বাড়ি ফিরে এসেছে। তাই বঙ্গনগর চেম্বারিনী এলাকার একটি মোবাইল দোকানে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সোমবার তাকে সোনামুড়া আদালতে পেশ করা হবে। প্রশ্ন উঠছে, একজন পুলিশ আধিকারিকের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনার মূল অভিযুক্তকে জালে তুলতে যদি এতটাই সময় লেগে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধমূলক ঘটনার অভিযুক্তদের ধরতে কতটা সময় লাগবে?

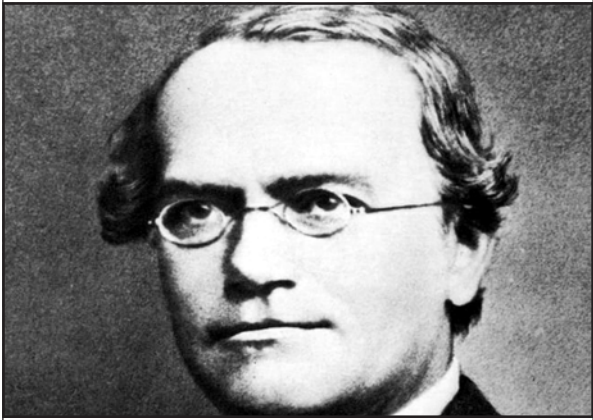
নেশার বাড়বাড়ন্তে এলাকাবাসী চিন্তিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি ।। নেশার কবলে ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র থেকে শুরু করে উঠতি বয়সের যুবকদের এতে দৃষ্টান্ত রয়েছে অভিভাবকরা। চড়িলাম এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে হেরোইন ব্রাউন সুগার কৌটা নেশা জাতীয় ট্যাবলেট এবং মদের রমরমা বাণিজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অভিযোগ স্থানীয় কিছু বখাটে ছেলেরা প্রায় এই সকল জায়গাগুলোতে নেশার র্যাকেট চালাচ্ছে বেশা কারবারিও নেশা সেবনকারীরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই গোটা এলাকায় আঁধার নেমে আসে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়েই বখাটে ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে হলে নেশা খাবারের আনাগোনা। বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী এবং নেশার ট্যাবলেট চেয়ে যাচ্ছে গোটা এলাকা। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ কুস্ত নিদ্রায় রয়েছে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। যার ফলে দিন দিন নেশা কারবারিদের দৌরাখা বেড়ে যাচ্ছে। অভিভাবকদের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে এ ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রীগুলি। চেঁচুড়ীমাই রেললাইন সংলগ্ন কুপিবাড়ি এলাকার রাবার বাগানের ভেতরেও

অভিভাবকরা। জানা যায় প্রতিনিয়ত জাতীয় সড়কের এই স্থান দিয়ে পুলিশ অফিসারদের নিয়মিত আনাগোনা রয়েছে। কিন্তু মুক্তি পালিশ পক্ষের অভিযোগ, চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পেছনে রিজার্ভ ফরেস্টের জঙ্গলেও বসছে সন্ধ্যার পরে নেশার আসর। অন্যদিকে আড়ালিয়া স্কুলের একটি পরিত্যক্ত ঘরে এবং আড়ালিয়া উত্তরমুড়া যাওয়ার একটি ব্রিজের উপরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই শুরু হয় নেশাখোরদের আনাগোনা। বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী এবং নেশার ট্যাবলেট চেয়ে যাচ্ছে গোটা এলাকা। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ কুস্ত নিদ্রায় রয়েছে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। যার ফলে দিন দিন নেশা কারবারিদের দৌরাখা বেড়ে যাচ্ছে। অভিভাবকদের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে এ ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রীগুলি। চেঁচুড়ীমাই রেললাইন সংলগ্ন কুপিবাড়ি এলাকার রাবার বাগানের ভেতরেও

সন্ধ্যার পরে প্রতিদিন বসছে নেশার আসর। ডাগস, হেরোইন, ব্রাউন সুগার সব ধরনের নেশা সামগ্রী সেই স্থানে পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। এ ধরনের নেশা সামগ্রী বাণিজ্য স্থানীয় বখাটে ছেলেরা জড়িত রয়েছে বলে এলাকার মানুষজন অভিযোগ করলেও পুলিশ সবকিছু কেনেচেনে চুপচাপ। পুলিশ যদি প্রতিদিন সঠিকভাবে টহলদারি দিত এবং অভিযান জারি রাখতো তাহলে প্রতিটি স্থান থেকে নেশা কারবারিদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হতো। নেশার বিরুদ্ধে ওই সকল এলাকার অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে সিপাহিজলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করবে বলে জানা যায়। পুলিশ যদি কঠোর ভূমিকা গ্রহণ না করে তাহলে উঠতি বয়সের ছাত্র-যুবকদের নেশার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। প্রতিদিন এই চিন্তায় রয়েছে অভিভাবকরা। অতিসন্ত্রস্ত পুলিশ বাহিনী যতো সঠিক দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দাবি রেখেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিভাবকরা।

জানা অজানা মেডেল : একজন অনুসন্ধিৎসু যাজক



জোহান গ্রেগর মেডেলের জন্ম ১৮২২ সালের ২২ জুলাই। সে সময়ের হাবসবার্গ সাম্রাজ্যে, বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রে। বাবা অ্যান্টন মেডেল ছিলেন কৃষক, ভূ-স্বামীর অধীনে কাজ করতেন। তবে নিজস্ব জমিজমা এবং সম্পত্তির বিচারে তিনি হতদরিদ্র ছিলেন, বলা যাবে না। মেডেল পরিবার যেখানে থাকতেন, সেখানে কাজের পর্যাণ্ডে সুযোগ ছিল। ফলে ছেলে একটু পরিণত হয়ে পৈতৃক কাজে-কর্মে লেগে যাবে এমনটাই ইচ্ছা ছিল তাঁর বাবা-মায়ের। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি হয়ে যান। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর পরই তাঁর মেধা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন মেধাবী ছেলে গ্রামের লাদামাটা এক স্কুলে পড়ে মেধার অপচয় করবে। তাই শিক্ষকেরা তাঁকে উন্নতমানের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরের বছর প্রবেশ করেন উচ্চবিদ্যালয়ে। প্রথম দিকে ছেলেকে নিয়ে উচ্চ স্বপ্ন না দেখলেও পরে কিন্তু বাবা-মা ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে কার্পণ্য করেননি। ছেলের পড়াশোনার খরচ দিয়ে গোছানো নিয়মিত। কিন্তু পরে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল আর ঠিকমতো হচ্ছিল না। ফলে আর্থের জোগান বন্ধ হয়। বাধ্য হয়ে মেডেলকে তখন গৃহশিক্ষকের কাজ বেছে নিতে হলো। পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাটাও চালিয়ে গেলেন।

১৮৪০ সালে যখন বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন হয়, তখন মেডেলের বয়স আঠারো বছর। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে অতিরিক্ত দুই বছর দর্শন পাঠ বাধ্যতামূলক ছিল। একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দর্শন পাঠ শেষ করেন। তবে সময়টা মেডেলের জন্য স্তিমিদায়ক ছিল না। একে তো আর্থিক সমস্যা, অন্যদিকে মানসিক অসুস্থতা। মেডেলের একটা বড় সমস্যা ছিল, তিনি মানসিক চাপ একদমই নিতে পারতেন না। চাপা উত্তেজনা তাঁর স্নায়ুর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলত। এই মানসিক অস্থিরতা তাঁকে পীড়া দিয়ে গেছে আমৃত্যু। এরই মধ্যে তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি বোনদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। মেডেল স্ব-ইচ্ছায় খামারবাড়ির কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন। ফলে সেটার দায়িত্বভার পড়ে তাঁর বড় বোনের স্বামীর ওপর। মেডেলের আর্থিক সমস্যা তখন তুঙ্গে। তখন ছোট বোন তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও গণিত পড়া শুরু করেন। আর্থিক ও মানসিক অস্থিতিশীলতার কারণে শেষ অবধি তা সম্পন্ন করতে পারেননি। ১৮৪৩ সালে তিনি ক্রনোর সেন্ট টমাস আশ্রমে চাকরির জন্য আবেদন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সহায়তায় খুব সহজেই সেটা পেয়ে যান। আশ্রমে গিয়ে মেডেল পছন্দের পরিবেশটাই পেয়েছিলেন। সহকর্মীরা সকলেই ছিলেন। আন্তরিক, মঠাধ্যক্ষ ছিলেন যারপরনাই বিনয়ী মানুষ। ক্রনোর অগাস্টিনীয় আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন এফ সি ন্যাপ। এই লোকটা মেডেলের

ভেতরকার প্রতিভা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়তে উৎসাহ দিতেন তিনি। আশ্রমে কর্মরত সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। সেখানে গ্রন্থাগার ছিল, ছিল পাঠোপযোগী পরিবেশ। তাছাড়া আশ্রমের অনেকই ক্রনোর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। ন্যাপ নিজেও শিক্ষক ছিলেন। আশ্রমে মেডেলের কাজ ছিল হাসপাতালে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের ধর্মীয় সাহ্‌ন্য দেওয়া। খুব শিগগির এক কাজ মেডেলের বিতৃষ্ণা চলে আসে। ন্যাপের কাছে এক কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে অনুরোধ জানান তিনি। তাঁর বাসনা ছিল শিক্ষকতা করার। তিনি নিজেই বলতেন যে প্রাকৃতিক জ্ঞানের সমুদ্রে ডুবে থাকই ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দের কাজ। ন্যাপ সেটা ভালো করেই জানতেন। স্থানীয় একটি স্কুলে মেডেলের জন্য সুপারিশ করেন তিনি। মেডেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেননি, তাই স্কুলের চাকরি পাওয়ার সহজ ছিল। কিন্তু ন্যাপের সুপারিশে মেডেলের একটা গতি হয়, যদিও বেতন অন্যান্যের অর্ধেক। পূর্ণ বেতনভুক্তির সুবিধা পেতে কয়েক স্তরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণ হয়ে তবেই শিক্ষকদের খাতানা নাম লেখাতে হতো। মেডেল সেই রকম একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস পড়ার পরামর্শ দেন ন্যাপ। মেডেল ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর পড়াশোনা করেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক জীবনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এখানেই মেনডেলের পরিচয় হয় সে সময়ের সেরা সব জীববিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে। এ সব পরিচিতিই মূলত মেডেলকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিট্‌সিয়া ডপলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এখানে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল। এখানে শেখা বা জানা বিষয়গুলোর একটির প্রভাব দেখা যায় তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় গণিতের প্রয়োজনীয়তা ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ফ্রাঞ্চ আংগার ছিলেন তাঁর শিক্ষক। উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ, সঙ্করায়ণ ইত্যাদি ছিল আংগারের গবেষণার বিষয়। তখন মনে করা হতো যে একই প্রজাতির দুটি ভিন্নধর্মী উদ্ভিদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হলে প্রথম প্রজন্মে সব সমধর্মী বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রজন্মের উদ্ভিদগুলোই প্রকৃত পুনরায় প্রজনন ঘটানো হলে দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে মূল উদ্ভিদ প্রজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য আবারও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য কোন গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হতো না। এরই মাঝে জোতির্বিজ্ঞানী এল এল লিট্রৌর প্রকৃতির জ্ঞান অন্বেষণে সম্ভাব্যতার নীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। মেডেল নিয়মিত এসব বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন। ১৮৫৩ সালে মেডেল তাঁর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পরিবারের ১৫ সদস্যই করোনা আক্রান্ত, মুখ্যমন্ত্রী একা নেগেটিভ

রাঁচি, ৯ জানুয়ারি।। ওমিক্রনের দাপটে দুই সপ্তাহে বদলে গিয়েছে দেশের করোনা চিত্র। সংক্রমণ লাখের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর। তবে কোনটা সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কোনটা করোনা, আরটি পিসিআর টেস্ট ছাড়া তা বোঝা সম্ভব না। এই পরিস্থিতিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও ঢুকে পড়ল করোনা। বাড়িখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে ১৫ জন সদস্যই কোভিডে আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাম্মা ওগুণ্ডা দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। সুত্রের খবর, বাড়িখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী কল্পনা সোরেন, তাঁর দুই পুত্র নীতিন এবং বিশ্বজিৎ, শ্যালিকা সরলা মূর্মু, তাঁর দেহরক্ষী-সহ ১৫ জনের কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তবে, খোদ হেমন্ত সোরেনের এখাত্রায় রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সম্প্রতি বাড়িখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের

বাসভবনের ৬২ জনেরই করোনা পরীক্ষা করা হয়। শনিবার ২৪ জনের রিপোর্ট আসার পর দেখা যায়, তাদের ১৫ জন করোনা আক্রান্ত। তবে আক্রান্ত হলেও সকলেরই মৃদু উপসর্গ রয়েছে। আপাতত প্রত্যেকেই নিভৃতবাসে থাকছেন। অন্যান্য রাজ্যের মতো বাড়িখণ্ডেও করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। এমনকী বাড়িখণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাম্মা ওগুণ্ডা কোভিডে আক্রান্ত। তিনি বর্তমানে জামশেদপুরে নিজের বাসভবনে নিভৃতবাসে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ২০২০ সালেও করোনা আক্রান্ত হন বাড়িখণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকে নিভৃতবাসে থাকতে বলেছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, শনিবার বাড়িখণ্ডে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৮১ জন। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন আক্রান্তের খবর মেলেনি।

সব সভার অনুমতি বাতিলের নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনার গ্রাফ। এই পরিস্থিতিতে পুরভোটারে প্রচার হোক নেটমাধ্যমে। এমনটাই পরামর্শ নির্বাচন কমিশনের। শনিবার রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আবেদন করে বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন জানায়, রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জমায়েত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল, রোড-শো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হবে। এরই সঙ্গে কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কড়া বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অতি অসহ্যই করোনা বিধি মেনে চলতে হবে। অন্যথায়, বিপর্যয় মোকাবিলা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকী, যদি আগামী দিনের জন্য কোনও মিটিং-মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয় থাকে তা বাতিল করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে চার পুরনিগমের ভোটার মামলা হাইকোর্টে বিচারধাীমে। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে ২২ জানুয়ারিতে ভোট আদৌ সম্ভব? এনিয়ে আদালত কী রায় দেয় সেদিকে নজর রয়েছে সকলের।

৫ রাজ্যের ভোটে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি।। করোনা কাঁটা মাথায় নিয়েই ইতিমধ্যে ৫ রাজ্যে জেজে গিয়েছে ভোটারে দামামা। যা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। শনিবার বিকালেই ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ধক প্রকাশ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট হবে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে। এদিকে পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চারটি রাজ্যেই রয়েছে বিজেপি সরকার। তাই এই রাজ্যগুলিতে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে কিনা এখন সেটাই দেখার। অন্যদিকে কংগ্রেস শাসিত রাজ্য পাঞ্জাবে বিজেপি কেমন ফল করে

সেদিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এমন পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি-কে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। এবারের ভোট বৈতরণী ঠিক কোন কৌশলে গেরুয়া শিবির পাশ করবে তা নিয়েও শুরু হয়েছে চর্চা। এদিকে চব্বিশের ভোটকে সামনে রেখে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে জেজরিওয়ারের। দিয়েছে শাসক-বিরোধী সব পক্ষই। এমনকী বিরোধী জোটের সম্ভাবনাও ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অশ্বের মতে, ২০২৪ সালের নির্বাচনে আগে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনি ফলাফল দেখেই

বিরোধী জোটের প্রধান মুখ ঠিক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তৃণমূল নাকি সমাজবাদী পার্টি, আপ নাকি কংগ্রেস পাশা কার ভাবি হয় এখন সেটাই দেখার। এদিকেইতিমধ্যেই গোয়া সহ একাধিক রাজ্যেই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে মোদি থেকে তৃণমূল প্রত্যেকেই। অন্যদিকে পাঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া আম আদমি পার্টি। পাশাপাশি গোয়াতেও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে জেজরিওয়ারের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনা মোকাবিলা থেকে বিতর্কিত কৃষি আইন প্রবর্তন, বারোবারেই একাধিক ইস্যুতে বিতর্কের মুখে পড়ছে মোদি। এমনকী কৃষক আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত তিন কৃষি আইন বাতিলে বাধ্য হয়েছে

মোদি সরকার। এদিকে দিল্লি সীমান্তে গোটা এক বছরের বেশি সময় ধরে যে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাতে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাবের কৃষকসরৈই। এমনকী সম্প্রতি পাঞ্জাবের একটি সভায় যোগ দিতে গিয়েও ব্যাপককৃষক আন্দোলনের মুখে পড়ে মোদি সরকার। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবে মোদি সরকার কেমন ফল করে সেটাই দেখার। অন্যদিকে করোনা মোকাবিলায় বারোবারেইমুখ পুড়ছেউত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের।এমনকীবারোবারেই বাইরে এসে পড়ছে দলীয় কেন্দ্রল। সেখানে এবারের নির্বাচনে বিজেপি কতটা সুবিধাজনক জায়গায় সেটা দেখতে মুখিয়ে রয়েছে সকলে।

লাইফ স্টাইল

ভ্যাকসিনের ও নম্বর ডোজ আপনি পাবেন কি?

জেনে নিন কী কী লাগবে

গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী যোষাঘা করেনছেন, জানুয়ারি থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হবে। ইতিমধ্যেই ১৫ বছর থেকে ১৮ বছরের মধ্যে থাকা কিশোর-কিশোরীদের করোনার টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, সোমবার থেকে শুরু হবেন বুস্টার ডোজ বা প্রিকশন ডোজ দেওয়ার কাজ। কিন্তু এই বুস্টার ডোজ কারা পাবেন? জেনে নিন, আপনিও সেই তালিকায় পড়ছেন কি না। স্বাস্থ্য

পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ডোজ পাবেন। ৬০-এর উপরে যাদের বয়স, তাঁদের মধ্যে কারও জটিল অসুখ থাকলে তিনিও বুস্টার ডোজ পাবেন। তৃতীয় ডোজটি নেওয়ার সময়ে চিকিৎসকের অনুমতিপত্র লাগবে না। কিন্তু তৃতীয় ডোজটি নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ডোজটি নেওয়ার ৯ মাস পরেই তৃতীয় ডোজ নেওয়া যাবে। তার আগে নয়। অর্থাৎ যাঁরা গত বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বা তার আরও দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন, তাঁরাই এই তৃতীয় ডোজ নিতে পারবেন। যাঁরা তার পরে নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরে ৩৯ সপ্তাহ কেটে গেলে, সেই সুযোগ পাবেন। আগের ডোজটি কী নিয়েছেন?

কাশ্মীরে ফের ধৃত সাংবাদিক

শ্রীনগর, ৯ জানুয়ারি।। কাশ্মীরে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গে উদ্দানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক সাংবাদিকে। সম্প্রতি এক নিহত জঙ্গির পরিবারের সদস্যদের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন বান্দিপোয়ার হাজিন এলকার বাসিন্দা সাংবাদিক সাজ্জাদ গুল। শনিবার রাতে তাঁকে আটক করে সেনা। তার পরে তাঁকে গ্রেফতার করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে যুক্ত থাকা, জাতীয় সংহতির বিরোধী বক্তব্য পেশ, জনমানসে আতঙ্ক তৈরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ৩ জানুয়ারি শ্রীনগরে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয় জঙ্গি কমান্ডার সেলিম প্যারে। সেই ঘটনার পরে হাজিনে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়দের একাংশ। প্যারের পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভের ভিডিও পোস্ট করেছিলেন সাজ্জাদ। পুলিশের দাবি, ‘তথাকথিত’ সাংবাদিক সাজ্জাদ সব সময়েই টুইটারে সরকার-বিরোধী প্রচার চালান। হুড়ান ভুয়ো খবরও। গত বছরে তাঁর গ্রামে দখলদারি উচ্ছেদ অভিযান চালায় রাজস্ব দফতর। পুলিশের অভিযোগ, তখনও স্থানীয়দের সরকারের বিরোধিতা করতে ও সরকারি আধিকারিকদের বাধা দিতে উদ্দানি দিয়েছিলেন তিনি। যদিও সাংবাদিক শিবিরের দাবি, সরকার-বিরোধী খবর করলেই তাঁদের নিশানা করা হচ্ছে। এ দিকে, সামাজিকমাধ্যমে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগে ব্রিটেন-প্রবাসী এক কাশ্মীরির বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর নাম মুজাম্মিল আয়ুব ঠাকুর। তাঁর একটি সংগঠনও আছে।

পর্যটকদের নৌকার উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাহাড়! মৃত ৫, নিখোঁজ ২০

ব্রাসিলিয়া, ৯ জানুয়ারি।। বিপদ কখন ঘনিরে আসে কেউ বলতে পারে না। সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে মাথার উপর পাহাড়ের একাংশ ভেঙে পড়ে হ্রদের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল পাঁচ পর্যটকের। নিখোঁজ ২০ জন। আহত বহু। ভয়ানক এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্রাজিলের ফুরনাস হ্রদে। শিউরে ওঠা সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ফুরনাস হ্রদ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা বড়ন, গুহা ইত্যাদির জন্যই এই জায়গায় বহু পর্যটক ভিড় করেন। শনিবার ফুরনাস হ্রদে

নৌকায় চেপে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন বহু পর্যটক। পাহাড়ের গা ঘেঁষে হ্রদের জলে পর্যটকদের বেশ কয়েকটি নৌকা দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎই ছোট ছোট পাথরের টুকরো উপর থেকে গড়িয়ে হ্রদে পড়তে দেখেন পর্যটকরা। বিষয়টি তাঁরা খুব স্বাভাবিকই ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্য যে কী বড় বিপদ অপেক্ষা করছিল সেটা আঁচ করতে পারেননি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আরও একটু বড় পাথর পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়া শুরু হল। পাহাড় থেকে বেশ

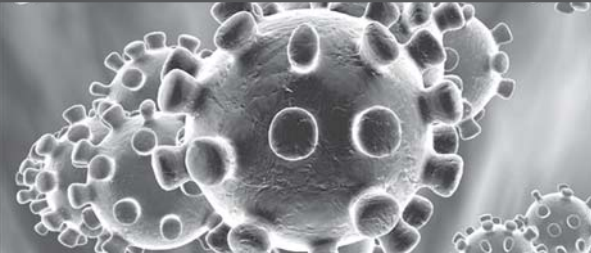
কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটক এবং নৌকা চালকরা বিপদের আঁচ পেয়েই পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটকদের নৌকাগুলিকে সরে আসতে বলেন। এর পরই চোখের পলকে হুড়মুড়িয়ে পর্যটকদের সেই নৌকাগুলির উপর ভেঙে পড়ে পাহাড়ের একাংশ। তার নীচেই চাপা পড়েছিল তলিয়ে মৃত্যু হয় পাঁচ পর্যটকের। নিখোঁজ বহু। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ৩২ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ন’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। নিখোঁজদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

চার বিচারপতি করোনা আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি।। কোভিডের প্রকোপ ছড়িয়ে বিপজ্জনক হারে। রবিবারের পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩২ জন। এর মধ্যেই দিল্লি, মুম্বই,ব্যাঙ্গালুরর মতো বড় শহরে চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মতো ‘ফ্রন্টলাইন’ না হলেও এবার আক্রান্ত দেশের আইন ব্যবস্থার প্রতিনিধিরা। জানা গেছে, সুপ্রিম কোর্টের চার জন বিচারপতি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।সুত্রের খবর, চার বিচারপতির পাশাপাশি ১৫০ স্টাফ মেম্বার হয় করোনা পজিটিভ অথবা কোয়ারেন্টাইনে

এই মুহূর্তে ১২.৫০ শতাংশ। বৃহস্পতিবারেই দু’জনের আক্রান্ত হওয়ার জানা যায়। সুপ্রিম কোর্টের সূত্র বলছে, বৃহস্পতিবার বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডির ফেয়ারওয়েল পার্টিতে জর নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এক বিচারপতি। তাঁর করোনা পরীক্ষার পরে পজিটিভ এসেছে। ওদিনই দেশের মুখ্য বিচারপতি এনবি রমনা এক বৈঠকে বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সমস্যা শুরু হয়েছে আবার এবং আমরা সচেতন র য়েছি। মনে হচ্ছে আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহ সশরীরে বসে মামলা গুন্ডতে পারব না আমরা।’ প্রসঙ্গত, দেশে সংক্রমণের বাড়িবাড়ন্ত হতেই জন বিচারপতি দায়িত্বে আছেন। দু’ সপ্তাহ ধরে ভার্চুয়ালি মামলা চলছে শীর্ষ আদালতে।

আক্রান্তের নিরিখে প্রথম মহারাষ্ট্র, দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ



মুম্বই/কলকাতা, ৯ জানুয়ারি।। করোনার তৃতীয় ঢেউ সারা দেশে সুনামির আকার নিয়েছে। এদিন সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে সারা দেশে সক্রিয় আক্রান্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১৮,৪৪২। রাজ্যের হিসেবে আক্রান্তের নিরিখে সবার আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র, আর শহরের নিরিখে সবার আগে রয়েছে কলকাতা। মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১,৭৬,৯৪৮ জন। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ৩১৭৫০ জন। এখনও পর্যন্ত সেখানে সূস্থ হয়েছেন ৬৫,৫৭,০৮১ জন। মৃত্যু হয়েছে ১,৪১,৬২৭ জনের। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে দ্বিতীয়। শনিবার দেওয়া স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬২০৫৫ জন। ২৪ ঘণ্টায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬৭১। পজিটিভিটি রোট ২৯.৬৩ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত সূস্থ হয়েছেন ১৬,৪৮,৮২১ জন। ২৪ ঘণ্টায় সূস্থ হয়েছেন ৮১২১ জন। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৮৮৩। ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে তৃতীয়। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮,১৭৮। ২৪ ঘণ্টায় তালিকায় বৃদ্ধি হয়েছে ৮৩০৫। সেখানে সূস্থ হয়েছে ১৪,৫৩,৬৫৮। ২৪ ঘণ্টায় সূস্থ হয়েছেন ১১৮৬৯। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৩১৪৩ জনের। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে মৃতের সংখ্যা সাত। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে চতুর্থ। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪০২৬০। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৯৪৪৩। এখনও পর্যন্ত সেখানে সূস্থ হয়েছেন ২৭,১০,২৮৮

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাদাখ নিয়ে ভারত-চিন কমান্ডার পর্যা়ের বৈঠক

লাদাখ, ৯ জানুয়ারি।। পূর্ব লাদাখে ২০ মাসের জটিলতা কাটাতে ফের কমান্ডার পর্যা়ের বৈঠকে বসছে ভারত-চিন। উচ্চ পদস্থ এক আধিকারিক এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন এই বৈঠকের আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তিনি।এর আগে গত বছর অক্টোবরে কমান্ডার পর্যা়ের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে একাধিক ‘গঠনমূলক’ প্রস্তাব দেয় ভারত। কিন্তু চিনের দিক থেকে সে ভাবে কোনও প্রস্তাব আসেনি। শুধু তাই নয়, বৈঠকের পর রীতিমতো ‘বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভারতের দাবি ‘অযৌক্তিক’ বলে জানিয়ে দেন চিন। তাই ওই আধিকারিকের বক্তব্য, ফের কমান্ডার পর্যা়ের বৈঠক কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবু তিনি আশা করছেন, চিনের দিক

থেকে সর্দর্ভক ভূমিকা এ বার আশা করা যেতে পারে।ভারত-চিন দু’দেশই নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ জারি রেখেছে। এডক নির্মাণ, বিমান জানিয়েছেন এই বৈঠকের আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তিনি।এর আগে গত বছর অক্টোবরে কমান্ডার পর্যা়ের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে একাধিক ‘গঠনমূলক’ প্রস্তাব দেয় ভারত। কিন্তু চিনের দিক থেকে সে ভাবে কোনও প্রস্তাব আসেনি। শুধু তাই নয়, বৈঠকের পর রীতিমতো ‘বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভারতের দাবি ‘অযৌক্তিক’ বলে জানিয়ে দেন চিন। তাই ওই আধিকারিকের বক্তব্য, ফের কমান্ডার পর্যা়ের বৈঠক কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবু তিনি আশা করছেন, চিনের দিক



কোভিশিল্ড? তাহলে এবারও কোভিশিল্ডই নিতে হবে। অন্য ভ্যাকসিন নিয়ে থাকলে, তৃতীয় ডোজেও সেই আগের টিকাই নিতে হবে।

Co-Win-এ আবার রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে না। অ্যাপ্রয়েন্টমেন্ট নেওয়া যাবে। নাহলে সরাসরি টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়েও টিকা নিতে পারেন। টোটার কার্ড, আধার, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো কোনও একটি পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে এই তৃতীয় ডোজ।

9436940366

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

শুভারম্ভের দিকে আরো একধাপ



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি। ১১ ধীরে ধীরে শুভারম্ভের পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে নবনির্মিত এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বারা উদ্বোধিত মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর। রিমোট হাতে নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

বিমানবন্দরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেও, সেটি এখনো 'ট্রায়াল' দিচ্ছে। আগামী ১৫ তারিখ নবনির্মিত বিমানবন্দর তার 'যাত্রা' শুরু করবে। রবিবার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এরোব্রিজ ব্যবহার করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স'র একটি বিমান বেশ

কয়েকবার ট্রায়াল রান দিয়েছে। এদিন, বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে সুসজ্জিত বিমানটি বেশ কয়েকবার এরোব্রিজ বিষয়ক নানা প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখে। ১০ নং পার্ফিংস্ট্যান্ড-এ ভিজুয়েল ডকিং গাইডেন্স সিস্টেমকে অবলম্বন করে এদিন এয়ার ইন্ডিয়া'র বিমানটি

দারুণভাবে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করে। যাত্রীদের সুরক্ষা বিষয়ক একেকটি জিনিস খতিয়ে দেখা হয়। টাউ ট্রেক্টর-এর সহযোগিতায় এদিন বিমানটিকে পুরনো এপ্রোন এলাকায় রেখে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এই পর্বটিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিচারের বাণী নীরবে নিভতে কাঁদে

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৯ জানুয়ারি। ১১ ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে অসহায়ের মতো দিনযাপন করছেন ১৯ বছরের এক যুবতি। ছোট ভাইকে নিয়ে ইট কিংবা পাথর ভেঙে কোনওরকমভাবে সংসার প্রতিপালন করছেন। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকাটাই যেন অন্যের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই অসহায় যুবতির উপর ক্রমাগত নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন। অথচ তারা ওই যুবতির আত্মীয় পরিজন বলেই খবর। কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা পঞ্চায়েত এলাকার ওই যুবতি নির্যাতনের শিকার হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পুলিশ তার অভিযোগ গ্রহণ করলেও এখনও

পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এদিকে ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ছেন ওই নির্যাতিতা। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে যুবতি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি জানান, ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে দিদি এবং মামার জমিতে একটি কুঁড়েঘরে ভাই-বোন দিন গুজরান করছেন। কিছুদিন পরপরই নাকি তার মামা, দিদি এবং মাসী মিলে মারধর করেন। অসহায় নির্যাতিতা ক্রমাগত

নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রামের মাতব্বরদের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাতব্বররাও ঘটনাটি চেপে যান। নির্যাতিতার কথা অনুযায়ী তার মামার চোখ রাঙানিতে মাতব্বররা চুপ করে আছেন। তাই তিনি পরবর্তী সময় কদমতলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। অজ্ঞাত কারণে পুলিশও তার অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নির্যাতিতা জানান, গত বুধবারও তাকে

প্রচণ্ডভাবে মারধর করে অভিযুক্তরা। যার ফলে তার হাত কেটে যায়। অসহায় নির্যাতিতা পুনরায় কদমতলা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো দূরে থাক তার অভিযোগের তদন্ত পর্যন্ত করেনি বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নির্যাতিতা কাঁদতে কাঁদতে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেন। তার কথা অনুযায়ী এখন তারা যে জায়গায় বসবাস করছেন সেটি তাদেরই। কিন্তু মামার পরিবার তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য এভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। নির্যাতিতার অভিযোগ সত্ত্বেও পুলিশের নীরব ভূমিকার পেছনে অন্য কোনও খেলা চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলপুর, ৯ জানুয়ারি। ১১ ফের মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি। এবার ঘটনা কমলপুর রামঠাকুর আশ্রমে। শনিবার রাতে চোরের দল রামঠাকুর সেবামন্দিরে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কার-সহ অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে আশ্রমের লোকজন ঘটনাটি টের পান। তারা এসে দেখতে পান আশ্রমের অফিস কক্ষের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া মন্দিরেও চোরের দল প্রবেশ করেছে তা বোঝা গেছে। আশ্রমের পুরোহিত বাবলু অধিকারী প্রথমে ঘটনাটি টের পান। তিনি সকালে পূজা দিতে এসে মন্দিরের অবস্থা দেখে হতচবিত হয়ে পড়েন। পরে আশ্রম কমিটির কর্মকর্তারা খবর পেয়ে ছুটে আসেন। তারাই কমলপুর থানার পুলিশকে ঘটনার খবর দেন। পুলিশ পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে যায় এবং তদন্ত চালায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাহকের চাবি এবং চশমা উদ্ধার হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, চোরের দল চশমা এবং বাহকের চাবি ফেলে গেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনায় নাগরিকদের মনে পুনরায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিগত দিনে কমলপুর থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু পুলিশ ওইসব মামলায় তদন্ত চালিয়ে বিশেষ কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। যে কারণে স্থানীয়দের মনে চোরের আতঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়িঘর, দোকানপাট এমনকী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও এখন আর নিরাপদ নয়। চোরের দল আশ্রমে ঢুকে রামঠাকুরের পায়ে থাকা স্বর্ণের তুলসী পর্যন্ত নিয়ে যায়। এমনকী আশ্রম কমিটির ব্যান্ডের চেকবুকও নিয়ে গেছে চোরের দল। পুলিশ এখন বাহকের চাবি এবং চশমার মাধ্যমে চোরদের শনাক্ত করতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

যান সম্ভ্রাসে মৃত্যু শিক্ষকের

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি। টিউশন সেরে বাড়ি ফেরার পথে যান সম্ভ্রাসে মৃত্যু এক শিক্ষকের। ঘটনা উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকায়। শিহত শিক্ষকের নাম গৌতম মজুমদার (৪৯)। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উদয়পুরের মাতাবাড়ি এলাকায়। জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় যান দুর্ঘটনাটি হয়েছিল। টিউশন সেরে বাড়ি ফিরছিলেন গৌতম। রাস্তায় তাকে একটি মারুতি গাড়ি ধাক্কা মেরে



পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে গেমতী জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় জিবি হাসপাতালে। রবিবার গভীর রাতেই মারা যান গৌতম। রবিবার তার দেহটি নেওয়া হয় মাতাবাড়িতে। হিঙ্গলিনগর বিজেপির মণ্ডল অফিসে মৃতবৃত্তিকে শ্রদ্ধা জানান বিজেপির মহিলা মোর্চার গোমতী জেলার সভানেত্রী গুন্ডা মজুমদার।

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি। ১১ যেন আদি মানব। লোকে বলে বন মানুষ। অথচ যার জীবনে সবই আছে আবার কিছুই নেই, ঠিকানা একমাত্র জঙ্গল। আবার খাবার আসে হোটেল থেকে বেলায় বেলায়। খাওয়া-দাওয়া আর রাত্রিযাপন শুধু জঙ্গলে। গত দু'মাস ধরে এই চিত্র চলছে কাঞ্চনমালার জঙ্গলে। নাম বন্টু পার। মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র সবই বর্তমান। কিন্তু পারিবারিক

কলহ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, একদিন বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে এসে খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন। স্ত্রী-সন্তান এমনকী মা-বাবাও কোনও খেঁজখবর করেননি আর। তিনি জীবিত কি মৃত তাও জানেন না তারা। বলা ভালো জানার চেষ্টা করেননি। তাই জঙ্গলকেই ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বন্টুবাবু। এলাকার মানুষেরা এমন কাণ্ড দেখে



হতবাক। বন্টুবাবু জানিয়েছেন, আর ঘরে ফেরার ইচ্ছা নেই তার। এই ভাবেই জঙ্গলে যতদিন কাটাতে পারেন কাটাবেন। এরপর পরপার-এর ডাকে পাড়ি দেবেন সেখানে। মনের দুঃখে এভাবে বনে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই বিরলতম ঘটনা। আবার সবকিছু বুঝেও কোনও কিছুই না বুঝার চেষ্টা করছেন যিনি সেই বন্টুবাবুর অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ক্ষটিকরায়, ৯ জানুয়ারি। ১১ সাতসকালে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারঘাট থানাধীন সুকান্তনগর এলাকায়। রবিবার সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ সুকান্তনগর পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোবিন্দ দেবনাথের ছেলে সুকেশ দেবনাথের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের লোকজন। ৩০ বছরের সুকেশ দেবনাথ মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে রেখে গেছেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী সুকেশ দেবনাথের বাড়িতে ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। গরিব পরিবারের গৃহকর্তার মৃত্যুতে পরিজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কি কারণে সুকেশ দেবনাথ আত্মহত্যা করলেন তা জানা যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। সুকেশ দেবনাথের পরিজনরা জানান, শনিবার রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে তারা সুকেশের ঝুলন্ত

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ট্র্যাডিশন : খুনের পর দেহ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ জানুয়ারি। ১১ তরুণী বধুর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে খুন বলে অভিযোগ করেছেন মৃত্যুর বাপের বাড়ির লোকজন। তাদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই রোজিনা বেগমের উপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন নির্যাতন চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে তার স্বামী প্রায়শই টাকার জন্য স্ত্রীকে মারধর করে। যখনই রোজিনা বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসেন তখন মারধর বন্ধ হয়। টাকা শেষ হয়ে গেলে আবার নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। তাদের সন্দেহ, শনিবার রাতে রুজিনাকে হত্যার পর তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সোনামুড়া থানাধীন কলুবাড়ি নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল হামানের স্ত্রী রোজিনা বেগমের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রোজিনার বাপের বাড়ি উদয়পুর গর্জনমুড়ায়। তার একমাত্র সন্তানের বয়স মাত্র দেড় মাস। রবিবার ময়নাতদন্তের পর সোনামুড়া হাসপাতাল থেকে রোজিনার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে রোজিনার মা এবং অন্য আত্মীয় পরিজনরা অভিযোগ করেন, তাদের মেয়েকে অসংখ্যবার মারধর করা হয়েছে। তাই তাদের সন্দেহ হয়তো তাকে হত্যা করে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে রোজিনার স্বামী এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা। তারা এই ঘটনার বিচার চাইছেন। রোজিনার মা জানান, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন মৃত্যুর সময় নিয়েও দুর্বকম কথা বলেছেন। তারা একবার বলেছিলেন রাত ৯টায় রুজিনার মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী সময় বলা হয় রাত ১টায়



তার মৃত্যু হয়েছে। এনিয়েই সন্দেহের দানা বেঁধেছে। সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে তদন্ত শুরু করেছে। তবে খুনের মামলা দায়ের হওয়ার খবর জানা যায়নি। তরুণী বধুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

চাকরিজীবী যুবককে নিয়ে দুই যুবতির টানা হাঁচড়া



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি। ১১ প্রণয় সম্পর্কিত ঘটনার জেরে ধুমুসার কাণ্ডে ছড়াল উত্তেজনা। চাকুরিজীবী এক

প্রেমিককে নিয়ে দুই প্রেমিকার মধ্যে চলে টানা হাঁচড়া। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেই ভিড় জমায় এলাকার কৌতূহলী শতাধিক জনগণ। ঘটনা

রবিবার দুপুরে উদয়পুর রাজারবাগ রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আগরতলার বাসিন্দা জনৈক এক চাকুরিজীবী যুবকের সাথে উদয়পুরের এক যুবতির প্রায় পাঁচ বছরের প্রণয়ের সম্পর্ক রয়েছে। এরই মধ্যে ওই যুবকটি অন্য আরেকটি মেয়ের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। রবিবার নতুন প্রেমিকাকে নিয়ে উদয়পুর

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম ৪ ৪৭,৩৫০
ভরি ৪ ৫৫,২৪১

সমস্যার সমাধান
মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি
প্রেম বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণ্ডিবা, কালাঘাত, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT
9667700474

বিশেষ দ্রষ্টব্য
প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সর্বশক্তি কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

রাজারবাগ রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় আসলে খবর পেয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে প্রতারিত প্রথম প্রেমিকা। আর তারপর ওই যুবককে নিয়ে টানা হাঁচড়া শুরু করেন দুই প্রেমিকা। আর এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে স্থানীয় কৌতূহলী লোকজন ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানা এবং রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তিনজনের উদ্ধার করে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় নিয়ে যায়। আর এই ঘটনায় এদিন গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।



স্বর্গীয়া হিমজা রায়

জন্ম ১২/০৭/১৯৪৫ইং
মৃত্যু ২৯/১২/২০২১ইং
আমাদের মা হিমজা রায় ২৯শে ডিসেম্বর ২০২১ইং, বুধবার রাত ১২টা ১৫ মিনিটে পরলোক ধামে গমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

শোকাহত— সুব্রত রায়, আশিস রায়, দেবাশিস রায়, মিতা রায় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা

Flat Booking
Ramnagar Road
No. 4. Opposite
Sporting Club. 2
BHK, 3 BHK Flat
booking চলছে।
Mob - 8416082015